রাজগৃহের ইন্দ্রগুপ্ত।

অশোকের সময়ের ধর্ম্মমূলক উপন্যাস।

জনৈক উদাসীন প্রণীত।

কলিকাতা ৯০ নং হরিঘোষের ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীসুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ কর্ত্তৃক

কলিকাতা
৬ নং ভীমঘোষের লেন, গ্রেট ইডিন্ প্রেস
শ্রীযুক্ত ইউ, সি, বসু এণ্ড কোং দ্বারা মুদ্রিত।
সন ১৩১১ সাল।

মূল্য চারি আনা। মাশুল অর্দ্ধ আনা।

ভূমিকা।

প্রাচীন পালি গ্রন্থ, চীন পরিব্রাজকদের গ্রন্থ প্রভৃতি অবলম্বনে এই পুস্তিকার ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। প্রাচীন কালের ধর্ম্মজীবন ও রাষ্ট্রিক জীবনের এই ক্ষুদ্র চিত্রখানিতে অনেক সদ্ভাব নিবদ্ধ আছে তাহাতে পাঠকের চিত্তবিনোদন ও হৃদয় সদ্ভাবে ভাবিত হইবে আশা করা যায়।

এই পুস্তকখানি লিখিত হইয়া গ্রন্থকার কর্ত্তৃক কাপিলাশ্রমে প্রদত্ত হয়। কিন্তু ইহা উক্ত আশ্রমের অন্যান্য পুস্তকের ন্যায় আশ্রম হইতে প্রকাশ না করিয়া, ইহার প্রথম সংস্করণ শ্রীযুক্ত সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রকাশ করিতে দেওয়া গেল। ইতি

কাপিলাশ্রম
মধুপুর
বয়াসরাই পোঃ হগলি।
মাঘ, ১৩১১ সাল। — শ্রীসচ্চিদানন্দ আরণ্য।

রাজগৃহের ইন্দ্রগুপ্ত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সম্রাট অশোকের রাজ্যকালের ঊনবিংশ বর্ষে একদা শরৎ-কালের প্রারম্ভে কতকগুলি অশ্বারোহী রাজগৃহ হইতে প্রবর গিরির (আধুনিক বরাবর) অভিমুখে গমন করিতেছিল। মগধ তখনও এখনকার ন্যায় আলিবদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধান্যক্ষেত্রে পূর্ণ ছিল। কথিত আছে বুদ্ধদেব মগধের ধান্যক্ষেত্রের দৃষ্টান্তে ভিক্ষুদের ব্যবহার্য্য চীবর (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক বস্ত্র খণ্ড জুড়িয়া চীবর প্রস্তুত হয়) বস্ত্রের বিধান করিয়াছিলেন। অশ্বারোহীগণ তাদৃশ ক্ষেত্র মধ্যস্থ পথে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতে আসিতে নীরঞ্জনা নদীর উপকূলস্থ মণ্ডলী গ্রামে আসিয়া উপনীত হইল। গ্রামের বহি-র্ভাগস্থ এক বৃহৎ ইন্দারা ও বটবৃক্ষের নিকট উপনীত হইয়া অশ্বারোহীগণের নেতা অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া স্বকীয় এক অনুচরকে বলিলেন "জীবক অশ্বগণকে জল পান করাও।" জীবক আসিয়া প্রভুর অশ্ব ধরিল, এবং অন্যান্য অনুচর বৃক্ষতলে আসন বিছাইয়া দিল। যিনি সেই অশ্বারোহীগণের নেতা, তিনি একজন যোদ্ধৃবেশধারী যুবা, বয়স পঞ্চবিংশতি অতিক্রম করে নাই। তাঁহার সংঘাতি (ধুতি) দৃঢ়রূপে বদ্ধ, উপরাঙ্গে বর্ম্ম, স্কন্ধে তূণ, ও উত্তম মূল্যবান্ শার্ঙ্গধনু এবং কোমরে অসি। তাঁহার মস্তকের সুন্দর উষ্ণীষ ও কর্ণের রত্নকুণ্ডল উচ্চপদের পরিচায়ক। তাঁহার আজানেয় অশ্বটী সিন্ধুদেশজাত অতি বৃহৎ ও তেজস্বী এবং উহা রৌপ্য ঘণ্টাদির দ্বারা সুসজ্জিত। যুবকের বয়স অল্প বটে কিন্তু মুখ

সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন। পরে পাটলিপুত্রে সম্রাট প্রিয়দর্শীর সেনা মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া স্বীয় সদ্‌গুণে এবং পিতার উচ্চপদের প্রভাবে শীঘ্রই সহস্র সেনার সেনানী হইয়া পুষ্পপুরে সম্রাটের রাজপুরী রক্ষার ভার প্রাপ্ত হইলেন। সম্রাটের ছয় লক্ষ সেনার মধ্যে বোধ হয় ইন্দ্রগুপ্ত অপেক্ষা অধিক কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, সাহসী সত্যনিষ্ঠ ও যুদ্ধ নিপুণ কেহ ছিল না। ইন্দ্রগুপ্ত মধ্যে মধ্যে স্বীয় ভবনে আসিয়া মাতার নিকট বাস করিতেন। তাঁহার মাতার ইচ্ছা ছিল ইন্দ্রগুপ্ত খ্যাতাপন্ন হইলে কোন রাজবংশে বিবাহ দিয়া স্বীয় কুলকে পুনরায় উন্নীত করিবেন।

একদা ইন্দ্রগুপ্ত বাটীতে অবস্থান কালে স্বীয় "কোট্ঠকের" রক্ষক সেনাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন এমন সময় তাঁহার মাতা আসিয়া ব্যস্তভাবে বলিলেন "ইন্দ্রগুপ্ত! দুষ্টবুদ্ধি কাক আসিয়া খড়্গবর্ম্মার কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। এই দেখ খড়্গবর্ম্মার স্ত্রী তাঁহার পুত্রকে দিয়া আমাদের সাহায্যের প্রার্থনা করিয়া পাঠাইয়াছেন।" এই বলিয়া পার্শ্বস্থ এক বিষণ্ণ বালককে দেখাইয়া দিলেন। খড়্গবর্ম্মা ব্রহ্মদত্তের স্বজাতীয় এবং বিশ্বস্ত অনুচর ছিল সেও প্রভুর সহিত যুদ্ধে প্রাণ হারায়। তাহার স্ত্রী, পুত্র সুসেন ও কন্যা সুনন্দাকে লইয়া ইন্দ্রগুপ্তের পিতৃদত্ত এক গ্রামে বাস করিত। সেই গ্রামের নাম বাসভ গ্রাম। উহা বেণুবন ও কালন্দক নিবাপের নিকটবর্ত্তী এবং ইন্দ্রগুপ্তের বাস ভবন হইতে এক ক্রোশ দূরে। কাক একজন সুতজাতীয় পরাক্রান্ত লোক। সে রূপবতী ক্ষত্রিয় কন্যা লাভ করিবার ইচ্ছায় সুনন্দার মাতার নিকট বিবাহ প্রস্তাব করে, কিন্তু তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন।

তাহাতে রুষ্ট হইয়া কতকগুলি সৈন্যসহ বাসভগ্রাম আক্রমণপূর্ব্বক সহজেই সুনন্দাকে বন্দিনী করিয়া স্বীয় কোট্ঠকাভিমুখে প্রস্থান করিল। সে জানিত না যে ইন্দ্রগুপ্ত বাটী আসিয়াছেন তাহা হইলে বোধ হয় এরূপ কার্য্যে সাহস করিত না। খড়্গবর্ম্মার স্ত্রী স্বীয় পুত্রকে ঘোটকে চড়াইয়া ইন্দ্রগুপ্তের মাতার নিকট প্রেরণ করেন।

ইন্দ্রগুপ্ত এই সংবাদ পাইবামাত্র স্বীয় সৈন্যগণ সহ অশ্বারোহণ করিয়া কাক যে পথে যাইবে সেই পথাভিমুখে গমন করিয়া শীঘ্রই কাককে আক্রমণ করিলেন। ইন্দ্রগুপ্তের সুশিক্ষিত এবং সুসজ্জিত সেনার আক্রমণ সহ্য করা কাকের সাধ্য ছিল না। সে পরাভূত হইয়া বেগে পলায়ন করিল। ইন্দ্রগুপ্ত সুনন্দাকে স্বীয় কোট্ঠকে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং খড়্গবর্ম্মার বাটী যাইয়া তাঁহার স্ত্রীকে সান্ত্বনা করিলেন।

ইন্দ্রগুপ্ত বলিলেন "আমি শীঘ্রই কুসুমপুরে গমন করিব। তখন দুর্ম্মতি কাক আপনাদের পুনশ্চ বিপদগ্রস্ত করিতে পারে, অতএব আপনার যদি আপত্তি না থাকে তবে আপনার কন্যাকে আপাততঃ আমার মাতার নিকট রাখিতে পারেন। আর সুসেনের সাহস দেখিয়া আজ আমি অতিশয় তুষ্ট হইয়াছি, সেও তথায় থাকিয়া যদি উত্তমরূপে সুনিধের (ইন্দ্রগুপ্তের প্রধান কর্ম্মচারী) নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হয় তবে ভবিষ্যতে রাজসেনায় উন্নত হইতে পারে।" সুনন্দার মাতা এরূপ অনুগ্রহ লাভ করিয়া দেবগণের নিকট ইন্দ্রগুপ্তের কল্যাণ কামনা করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রগুপ্ত সুসেনকে লইয়া স্বাবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মাতার নিকট সমস্ত বলিলেন। তাঁহার মাতাও পুত্রের সদুদ্দেশ্যে প্রীত হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সুনন্দা ও সুসেন ইন্দ্রগুপ্তের ভবনেই বাস করিতে লাগিল। সুসেন অশ্বারোহণ, ধনুর্ব্বিদ্যা, অসিচালন প্রভৃতিতেই মহোৎসাহে কালক্ষেপ করিত। আর সুনন্দা যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের নিকট ভারতের প্রাচীন মধুর ইতিহাস শ্রবণ করিত, রামায়ণের গাথা শিখিত, কলাবিদ্যা শিখিত এবং স্বীয় কনিষ্ঠ চপল ভ্রাতাকে সংযত রাখিত।

ইন্দ্রগুপ্ত ইদানীন্তন শীঘ্র শীঘ্র বাটী আসিতেন। বাটী আসিলে সে কয়দিন উৎসবে কাটিয়া যাইত। সুসেন ছায়ার ন্যায় তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে থাকিত এবং নিজের অস্ত্রশিক্ষা দেখাইতে পারিলে আপনাকে ধন্য মনে করিত। আরামিকগণ পুষ্প ও মাংসাদি আনিলে সুনন্দা মাল্য রচনা করিত এবং মাংসের দ্বারা "পাটিচ্ছাদনিয়" (সূপ বিশেষ) প্রভৃতি রন্ধন করিয়া ইন্দ্রগুপ্তের সন্তোষ বিধান করিত। ইন্দ্রগুপ্ত ক্রমশঃ সুনন্দার কোমল ও সরল প্রকৃতিতে মুগ্ধ হইতে লাগিলেন। এতদিন তাঁহার স্বীয় যুদ্ধব্যবসায় ব্যতীত অন্য চিন্তা ছিল না এবং চিন্তার অবসরও ছিল না কিন্তু এক্ষণে তাঁহার হৃদয়ে এক অভিনব চিন্তা আসিল। তাই তিনি ইদানীন্তন ঘন ঘন বাটী আসিতেন; কিন্তু মাতার অন্য মত জানিতে পারিয়া এ বিষয়ে প্রস্তাব করিতে সাহস করিতেন না।

আর সুনন্দা ইন্দ্রগুপ্তকে জগতের সমস্ত মহৎগুণের আধার বলিয়া জানিত এবং নিজের অজ্ঞাতসারে তাহার হৃদয় সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রগুপ্ত গত হইয়াছিল। যখন তাহার যত্ন নির্ম্মিত উষ্ণীষ ও

অশ্ব সজ্জাদি পরিয়া ইন্দ্রগুপ্ত কুসুমপুরে যাইতেন তখন সে পথের দিকে চাহিয়া প্রাসাদের উপর বসিয়া থাকিত। এবং ইন্দ্রগুপ্ত বাটী আসিলে অনির্ব্বচনীয় আনন্দে তাহার হৃদয় প্লাবিত হইত।

একবার বাটী আসিলে ইন্দ্রগুপ্তের মাতা বলিলেন "বৎস কাশীর রাজবংশ হইতে তোমার বিবাহের প্রস্তাব আসিয়াছে তোমার অভিমতের অপেক্ষা করিয়া আমি কিছু বলি নাই।" ইন্দ্রগুপ্ত সে বিবাহে অস্বীকার করিলেন এবং সুনন্দা সম্বন্ধে নিজ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহার মাতা তাহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন এবং তাঁহাকে কিছু ভৎর্সনাও করিলেন, কারণ তাঁহার চিরকালের আশা ছিল যে কোন উচ্চ বংশীয়া কন্যা ইন্দ্রগুপ্তের প্রধানা স্ত্রী হয়। ইন্দ্রগুপ্ত স্বীয় সুখস্বপ্নের ভঙ্গে বিষণ্ণ হইয়া কুসুমপুরে ফিরিয়া গেলেন এবং পাছে মাতার মনঃক্ষোভ হয়, এই জন্য স্বীয় ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করিয়া সুনন্দাকে ভুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে কাম্বোজদেশে এক বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়াতে রাজধানী হইতে এক অভিযান যাওয়া স্থির হইল। সম্রাট প্রিয়দর্শীর ইচ্ছা ছিল না যে রাজধানী হইতে ইন্দ্রগুপ্তের ন্যায় বিশ্বস্ত সেনানী তখন যায়, কিন্তু ইন্দ্রগুপ্ত সান্ধিবিগ্রহিককে বলিয়া কহিয়া পঞ্চ সহস্র সেনার সেনাপতি হইয়া সেই অভিযানে যোগ দিবার অনুমতি পাইলেন। দুই বৎসরের কমে তাঁহার দেশে ফিরিবার তত সম্ভাবনা ছিল না। ইন্দ্রগুপ্ত স্থির করিয়াছিলেন এই দুই বৎসর যুদ্ধাদিতে ব্যাপৃত থাকিয়া হৃদয় হইতে সুনন্দার প্রতি অনুরাগকে উন্মূলিত করিবেন। মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য এবং

স্বীয় অধিকার হইতে সৈন্য লইয়া যাইবার জন্য ইন্দ্রগুপ্ত স্বীয় ভবনে আসিলেন। মাতার চরণে প্রণত হইয়া কাম্বোজের অভিযানের বিবরণ সমস্ত বলিলেন। শুনিয়া তাঁহার মাতার হৃদয় বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। তিনি অনেক কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিয়া বলিলেন 'বৎস তোমাদের জয় হউক; এবং তোমার যশ তোমার পিতার ন্যায় জম্বুদ্বীপব্যাপী হউক।' তাহার পর অন্যান্য বিষয় পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রগুপ্ত বলিলেন "মগধ হইতে দশ সহস্র উত্তম সৈন্য যাইতেছে, বসুমিত্র সেনাপতি হইয়া যাইবেন। পুরুষপুর (পোশোয়ার) হইতে আরও দশ সহস্র সৈন্য লইয়া নগ্রাক (নাগর) দেশের রাজধানী হিড্ডাতে যাইতে হইবে তথা হইতে গান্ধারের সেনার সহিত মিলিত হইয়া শত্রুদের ধ্বংস করিতে হইবে এইরূপ স্থির হইয়াছে।"

প্রতিবারে ইন্দ্রগুপ্ত বাটী আসিলে সুনন্দাকে আদর করিয়া কুশলাদি প্রশ্ন করিতেন এবং রাজধানী হইতে আনীত ভূষণাদি উপহার দিতেন। কিন্তু এবার সুনন্দা সেখানে থাকিলেও তিনি তাহাকে লক্ষ্যই করিলেন না। তাহাতে এবং অভিযানের সংবাদে সুনন্দা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে অসমর্থ হইয়া নিকটস্থ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া উপাধানে মুখ লুকাইয়া নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিল।

ইন্দ্রগুপ্ত মাতাকে সমস্ত বলিয়া নিকটস্থ সুসেনকে বলিলেন "তুমি সুনিধকে সংবাদ দাও যেন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে।" পরে ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন 'সুসেন তুমি ত বেশ বড় হইয়াছ তোমার উপর এই কোট্ঠক রক্ষার ভার রহিল।' পরে মাতাকে বলিলেন যে "এখান হইতে দুই শত যোদ্ধা লইতে হইবে

আমি তাহার ব্যবস্থা করিতে যাই।" এই বলিয়া তিনি বাহিরে চলিয়া গেলেন। ইন্দ্রগুপ্ত চলিয়া গেলে তাঁহার মাতার রুদ্ধাশ্রু উথলিয়া উঠিল; কারণ তখনকার সমস্ত যোদ্ধৃ-রমণীগণ তাদৃশ অভিযানের ভীষণতা জানিত। তিনি বিরলে ক্রন্দন করিবার জন্য যে প্রকোষ্ঠে সুনন্দা ছিল তথায় প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া সুনন্দাকে তদবস্থা দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে আঘাত লাগিল এবং সুনন্দার মনোভাব বুঝিতেও বাকী রহিল না। তাঁহার আশা উচ্চ ছিল বটে, কিন্তু তিনি উচ্চাশার দাসী ছিলেন না; বিশেষতঃ এই বিষাদের সময় তাঁহার হৃদয় খুব কোমল হইয়াছিল। তিনি ধীরে ধীরে শয্যার কাছে যাইয়া ডাকিলেন 'সুনন্দা'— সুনন্দা চমকিয়া উঠিল। "তুমি কাঁদিতেছ কেন?" সুনন্দা কিছু বলিতে পারিল না। সুনন্দার দুঃখে তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইল বিশেষতঃ ইন্দ্রগুপ্তের বিষণ্ণ মুখ মনে পড়িলে তাঁহার হৃদয়ে শেলবৎ বিদ্ধ হইত। তিনি বলিলেন 'বৎসে শোক করিও না, বীরভার্য্যাদের অনেক সহ্য করিতে হয়। দেবতাগণের আরাধনা কর যেন, ইন্দ্রগুপ্ত বিজয়ী হইয়া ফিরিয়া আসে। সে তোমাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করে কিন্তু আমি সম্মত হই নাই। বৎস তাই সদাই বিষণ্ণ থাকে? আজ তাহার বিষাদ অপনোদন করিব। তুমি তাহার বাগ্‌দত্তা বধূ হইলে।' সুনন্দার ইহা আশারও অতীত কারণ সে কখনও আশা করে নাই যে সে ইন্দ্রগুপ্তের পত্নী হইবে।

মাতা পুত্রকে পুনশ্চ ডাকিয়া পাঠাইলেন। ইন্দ্রগুপ্ত আসিলে তিনি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "বৎস! সুনন্দা তোমার জন্য অত্যন্ত রোদন করিতে ছিল। আমি তাহাকে তোমার ভার্য্যা

করিব বলিয়া সান্ত্বনা করিয়াছি। তুমি আর কিছু মনে করিও না।” ইন্দ্রগুপ্ত নির্ব্বাক্ হইয়া শুনিলেন এবং ক্রমশঃ বিষাদ কালিমা তাঁহার হৃদয় হইতে অপসৃত হইল। পূর্ব্ববৎ প্রফুল্লতা ও নিশ্চিন্ততা তাঁহার নয়নে দেখা দিল। তিনি মাতার সহিত প্রফুল্লভাবে অভিযানের কথা বলিতে লাগিলেন, বলিলেন তাঁহাদের জয় নিশ্চয়, তবে যুদ্ধ শীঘ্র যদি শেষ হয় তাহা হইলে এক বৎসরের পরই আসিবার সম্ভাবনা। আর গান্ধারে কুমার ধর্ম্মবির্বর্দ্ধন আছেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। সম্রাটের পুত্র ধর্ম্মবিবর্দ্ধন বা কুনালের সহিত ইন্দ্রগুপ্তের অতিশয় সৌহার্দ্য ছিল। ইন্দ্রগুপ্ত কুনালের বিশুদ্ধ চরিত্রকে আদর্শ করিতেন। কুনালও ইন্দ্রগুপ্তকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। তিনি তখন গান্ধারের শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

সুনন্দার সহিত সাক্ষাৎ হইলে ইন্দ্রগুপ্ত তাহাকেও অনেক প্রবোধ দিলেন আর বলিলেন উত্তরদেশে যাহা যাহা উত্তম তাহা তাহার জন্য আনিবেন। সুনন্দা বলিল “হয়ত রাজগৃহের শীলভদ্রের ন্যায় তক্ষশীলার এক যবনী আনিবে” ইন্দ্রগুপ্ত অসি ছুঁইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন “কখনই না।”

পরদিন সুনন্দা রচিত মাল্য গলায় ও শিরে পরিয়া সোৎসাহে সসৈন্যে ইন্দ্রগুপ্ত কুসুমপুর যাত্রা করিলেন। সম্মুখে যশের পথ, পরে রাজসম্মান ও মনোমত ভার্য্যা, এই আশায় ইন্দ্রগুপ্ত অতি প্রফুল্ল হৃদয়ে যাত্রা করিলেন। যদিও মাতার জন্য বিষাদ আসিতে ছিল কিন্তু যৌবন সুলভ লঘুতায় তাহা তত স্থান পাইতে ছিল না।

ইন্দ্রগুপ্ত এইরূপ ভাবে বাটী হইতে যাত্রা করিলেন, কিন্তু

যখন পুনশ্চ বাটী ফিরিয়া আসেন তখন তাঁহার ভাব অন্যরূপ হইয়াছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কুসুমপুর হইতে প্রায় মাসত্রয়ে অভিযান পুরুষপুরে পৌঁছিল। পরে সম্রাটের সুশিক্ষিত ও সুচালিত সেনাগণের দ্বারা শীঘ্রই বিদ্রোহ দমন হইল। মগধের সৈন্যগণ দেশে ফিরিবার জন্য গোল করাতে ইন্দ্রগুপ্ত এক বৎসর পরে দেশাভিমুখে ফিরিলেন। আসিবার সময় তিনি ধর্ম্মবিবর্দ্ধনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গান্ধারে গমন করিলেন। দূর হইতে গান্ধারের উচ্চ ও অভেদ্য দুর্গ দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে কুমারের দর্শনেচ্ছা অতি বলবতী হইল। তিনি অশ্ব ছুটাইয়া দুর্গে পৌঁছিলেন, কিন্তু সেখানে আসিয়া যাহা শুনিলেন তাহাতে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। শুনিলেন কিছুদিন পূর্ব্বে সম্রাটের আদেশে কুনালের * চক্ষু উৎপাটিত হইয়াছে। তিনি কোথায় গিয়াছেন কেহ জানে না। সকলেই সম্রাটের নিন্দা করিতেছে কারণ কুনালের ন্যায় ধার্ম্মিক শাসক অতি অল্পই ছিল। ইন্দ্রগুপ্ত অতি দুঃখিত হইয়া গান্ধার

* অশোকের পুত্র ধর্ম্মবিবর্দ্ধন বা কুনাল সুরূপ ছিলেন। কোন অন্তঃপুরিকা তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া প্রেমাভিলাষিণী হয়, কিন্তু সুচরিত্র কুনাল কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া বিদ্বেষ বশতঃ তাঁহার অপকারের চেষ্টায় থাকে। একদা অশোকের কোন পীড়া আরোগ্য করিয়া ঐ অন্তঃপুরিকা বর লয় যে তাহাকে যেন সাতদিনের জন্য রাজ্যভার দেওয়া হয়। সেই সময় সে কুনালের চক্ষু উৎপাটনের জন্য এক রাজ আজ্ঞা প্রেরণ করে। এইরূপ এক বৌদ্ধ আখ্যায়িকা আছে।

হইতে স্বীয় বাহিনীর সহিত মিলিলেন এবং প্রত্যাবর্ত্তন পথে কুনালের সন্ধান লইতে লইতে আসিতে লাগিলেন।

কাশী পার হইয়া একস্থলে ইন্দ্রগুপ্তের বিশ্রাম জন্য যেথানে পটাবাস করা হইয়াছিল তাহার অনতিদূরে এক স্বার্থবাহ অনেক গোশকট সহ বিশ্রাম করিতেছিল। কুসুমপুরের সংবাদ লইবার জন্য ইন্দ্রগুপ্ত তাহাদের নিকট যাইলেন। যাইয়া দেখিলেন এক স্থানে এক ভিক্ষু ও এক সুন্দর মলিনবাস বালক বসিয়া আছে। ভিক্ষু অতি মধুরস্বরে গাথা উচ্চারণ করিতেছে। স্বর শুনিয়া ইন্দ্রগুপ্ত চমকিত হইলেন এবং সেইদিকে যাইয়া ভালরূপে ভিক্ষুকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। স্বার্থবাহ ইন্দ্রগুপ্তকে দেখিয়া সেখানে আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক বুঝাইয়া বলিল যে সে এই অন্ধ ভিক্ষুকে ভোজনের জন্য অদ্য আমন্ত্রণ করিয়াছে।

ইন্দ্রগুপ্ত তাহাকে বলিলেন অদ্য আমি এই ভিক্ষুকে লইয়া যাই কল্য তুমি না হয় দুইজনকে ভিক্ষা করাইবে। তাহার স্বরে ভিক্ষু চমকিত হইল। ইন্দ্রগুপ্ত বলিলেন "আয়ুষ্মন্! অদ্য কৃপাপূর্ব্বক আমার আলয়ে আসুন।" ভিক্ষু কিছু না বলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল ইন্দ্রগুপ্ত তাহার হস্ত ধরিতে যাইলেন, কিন্তু সেই বালক তাঁহাকে ধরিতে না দিয়া স্বয়ং ধরিয়া লইয়া চলিল। কিছু দূর যাইয়া ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষুর হস্ত ধরিয়া গদ্‌গদস্বরে বলিলেন "কুমার!" তাঁহার চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা বহিয়া ভিক্ষুর হস্তে পড়িতে লাগিল। ভিক্ষু বলিলেন "ইন্দ্রগুপ্ত আমার পরিচয় না প্রকাশ পায়।"

ইন্দ্র। এখানে কেহ নাই। আপনি এখানে উপবেশন করুন। কুমার কি কারণে এরূপ ঘটিল?

ভিক্ষু। কিরূপে ঘটিল তাহা আমি জানি না। ভট্টারক কথনই এরূপ আদেশ করেন নাই। বোধ হয় রাজপুরীর কোন চক্রান্তে এইরূপ হইয়াছে। যখন সম্রাটের আদেশ পাইলাম তখন কেহই একার্য্যে সম্মত হইল না; আমিই স্বয়ং চক্ষু নষ্ট করিয়া রাজ আজ্ঞা পালন করি। ইন্দ্রগুপ্ত, তুমি কিছুমাত্র দুঃখ করিও না; গান্ধারের রাজ্যসুখ অপেক্ষা আমার বর্ত্তমান শান্তিসুখ অধিকতর প্রিয়; বরং ইহাতে আমার হৃদয়স্থ শান্তির উৎস উদ্ঘাটিত হইয়াছে। তবে এই রাজপুত্রীর জন্য কিছু দুঃখ হয়।

ইন্দ্রগুপ্ত সাশ্চর্য্যে পার্শ্বস্থ বালকবেশী কুণালমহিষী কাঞ্চনকে দেখিলেন। তাঁহার হৃদয় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি অসি ধরিয়া উত্তেজিতস্বরে বলিলেন "রাজপুত্র! যে এই সর্ব্বনাশের মূল, যতদিন আমার বিন্দুমাত্র শোণিত—

কুণাল বাধা দিয়া বলিলেন "না ইন্দ্রগুপ্ত তুমি এরূপ প্রতিজ্ঞা করিও না। তাহাতে আমি দুঃখিত হইব। গাথা আছে—

যথা অহং তথা এতে
যথা এতে তথা অহং।
অত্তানম্ উপমানং কত্তা
ন হনেয্য ন ঘাতয়ে॥ (নালকসূত্ত)

তুমি জান না রাগদ্বেষাদিরূপ অগ্নিশিখা নির্ব্বাপিত হইলে হৃদয় কিরূপ অমৃতে প্লাবিত থাকে। যে আমার এই দুর্ঘটনার মূল তাহার প্রতি আমি তিলমাত্রও রুষ্ট নহি। বরং আমার জন্ম তাহার কিছু অনিষ্ট হইলে ক্ষুব্ধ হইব।" ইন্দ্রগুপ্ত বিস্মিত হইয়া কুণালের মৈত্রীপূর্ণ অনির্ব্বচনীয়ভব্যতাযুক্ত মুখশ্রী দর্শন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার যেন বহুকালের

কোন মহদ্ভাবের স্মৃতি জাগরূক হইতে লাগিল। অস্ফুটভাবে তাঁহার হৃদয়ে যেন মহাশান্তির কাখা ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। তিনি কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন "কুমার! এখন আমার পটাবাসে চলুন।"

পটাবাসে উপনীত হইয়া ইন্দ্রগুপ্ত প্রহরীদের বলিয়া দিলেন "আমি অদ্য এই ভিক্ষুর নিকট উপদেশ লইব, কাহাকেও এখানে আসিতে দিওনা।" ইন্দ্রগুপ্ত যখন শুনিলেন যে কুণালও রাজধানীতে যাইবেন, তখন তিনি তাহার সঙ্গ ছাড়িতে চাহিলেন না। কুণাল বলিলেন "না তাহা হইলে আমার পরিচয় প্রকাশ পাইবে, তুমি স্বতন্ত্র যাও" ইন্দ্রগুপ্ত বলিলেন "সম্রাটের আদেশ পাইয়াছি যে হিরণ্যবাহু-নদের এ পার্শ্বে বাহিনীকে সমবেত করিতে হইবে। পরে বিজয়োৎসব সহকারে রাজধানীতে প্রবেশ করিতে হইবে। অতএব চলুন আমরা নৌকা যোগে যাই; সেইকালে সৈন্যগণ শোণতীরে যাইয়া সমবেত হউক!" কুণাল অগত্যা তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। ইন্দ্রগুপ্ত স্বীয় ভৃত্য জীবককে নৌকা সংগ্রহ করিতে বলিয়া সৈন্যগণের ব্যবস্থা করিতে চলিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ইন্দ্রগুপ্ত ধর্ম্মবিষয়ে শ্রদ্ধাযুক্ত থাকিলেও কখনও সে বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করেন নাই। তিনি সর্ব্বদাই নিজ ব্যবসায়ে ব্যাপৃত থাকিতেন। জটী, শ্রমণ, নিগ্রন্থ, শাক্যপুত্ত শ্রমণ (বৌদ্ধ ভিক্ষু) প্রভৃতিকে তিনি যথোচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। কিন্তু তাহাদের অবলম্বিত বিষয়ে ইন্দ্রগুপ্তের মনোনিবেশ করিবার অবসর

য়া অভিরুচি হয় নাই। কুণালের সহিত নৌকা যাত্রায় শাশ্বতী শান্তির গুরুত্ব ও বাহ্য সম্পদের অস্থিরতা বিশেষরূপে তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল। কুণালের নিকট তিনি অনেক প্রশ্ন করিলেন ও জানিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয়ের একদিক যেন খুলিয়া গেল।

মনুষ্যের ধর্ম্মভাব অনেক সময়ে চাঁপা থাকিয়া কোন এক সময় হইতে প্রকটিত হইতে আরম্ভ হইতে দেখা যায়। ইন্দ্রগুপ্তেরও তাহাই ঘটিল।

পাটলিপুত্রের নিকটবর্ত্তী হইলে একদিন ইন্দ্রগুপ্ত বলিলেন "কুমার! আমার ইচ্ছা পরিনির্ব্বাণের চেষ্টায় ভাবী জীবন নিয়োজিত করি, গত যুদ্ধে কত গ্রামে দুর্ভিক্ষ উৎপাদন করিয়া, কত গ্রামে অগ্নি দিয়া, কত মনুষ্যের হিংসা করিতে হইয়াছে। তখন তাহাতে কষ্ট হইত বটে, কিন্তু অতঃপর আর সেরূপ করিতে পারিব বলিয়া বোধ হয় না। আগে মনে করিতাম যশ ও সুনন্দাকে পাইলেই পূর্ণ সুখী হইব। এখন বোধ হইতেছে অসার জানিয়াও কিরূপে মৃগতৃষ্ণিকার জন্য আজীবন ধাবিত হইতে থাকিব?" কুণাল বলিলেন "তুমি সুনন্দার কাছে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ। তাহার ও মাতার হৃদয়ে গুরু দুঃখ দিয়া কিরূপে তুমি প্রব্রজিত হইবে। নিজ শান্তির জন্য তাহাদের কিরূপে দুঃখ দিবে? তাহাদের সম্মতি ব্যতীত তোমার এ পথে যাইবার সম্ভাবনা নাই।"

ইন্দ্রগুপ্ত বলিলেন "যথার্থ! আমি কিছুই কর্ত্তব্য নিরূপণ করিতে পারিতেছি না। তাহাদের হৃদয়ে আমি কখনই দুঃখ দিতে পারিব না।" সেই অবধি ইন্দ্রগুপ্ত সদাই চিন্তিত থাকিতেন।

নৌকা শোণনদের মুখে উপস্থিত হইলে ইন্দ্রগুপ্তকে উত্তরণ করিতে হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "কুমারের সহিত পুনশ্চ কোথায় সাক্ষাৎ হইবে?" কুণাল বলিলেন "তোমরা যে দিন নগর প্রবেশ করিবে সেদিন সন্ধ্যার সময় আমি মহেন্দ্র ভিক্ষুর গুহার নিকট থাকিব।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ইন্দ্রগুপ্ত শিবিরে যাইয়া দেখিলেন সমস্ত সেনাগণ সমবেত হইয়াছে। সম্রাটের আদেশ পরদিন নগর প্রবেশ করিতে হইবে। নগরবাসীগণও উৎসব করিতে আদিষ্ট হইয়াছিল। প্রধান রাজপথ সুপরিষ্কৃত ও সুসজ্জিত হইয়াছিল এবং জল সিঞ্চন দ্বারা ধূলি নিবারিত হইয়াছিল।

পরদিন প্রত্যূষে সেই বিজয়িনী বাহিনী নগর প্রবেশ করিল। প্রথমে ইন্দ্রগুপ্ত তৎপশ্চাতে কতকগুলি সেনানী পরে বৃহৎ বৃহৎ শকটে রাজকোষ ও তৎপ্রহরী পরে শ্রেণীবদ্ধ সেনাগণ কুসুমপুরে প্রবেশ করিয়া রাজপুরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। রাজপথ সুবেশী নাগরিকগণে পূর্ণ হইতে ছিল। মহিলাগণ প্রাসাদোপরি হইতে অজস্র পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ ইন্দ্রগুপ্ত নগরের মধ্যস্থলে রাজপুরীর তোরণ সম্মুখে উপনীত হইলেন। যাঁহারা প্রিয়দর্শীর প্রস্তর নির্ম্মিত কীর্ত্তিকলাপ দেখিয়াছেন তাঁহারাই সেই কারুকার্য্য-খচিত, উন্নত, পাষাণময় তোরণের সৌষ্ঠব ও মর্য্যাদা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। বহুশত বর্ষ পরেও তাহা

দেখিয়া চীন পরিব্রাজকগণ দেবনির্ম্মিত মনে করিয়া গিয়াছিল। সম্রাট প্রিয়দর্শী ভারতে পাষাণময় কীর্ত্তির সূত্রপাত করিলেও পরবর্ত্তী কোনও নরপতি তাঁহাকে বোধ হয় অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তবে তাঁহার কীর্ত্তি এখন অনেক লুপ্ত হইয়াছে।

তোরণসম্মুখে স্বয়ং প্রিয়দর্শী মন্ত্রিবেষ্টিত হইয়া অবস্থিত ছিলেন। ইন্দ্রগুপ্ত অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিলেন। সম্রাট আদর করিয়া তাঁহাকে পার্শ্বে অবস্থিতি করিতে বলিলেন। ধনের শকট সকল রাজপুরীর মধ্যে প্রবেশ করিল। পরে সেনাগণ জয় শব্দে সম্রাটের সম্মুখ দিয়া যাইতে লাগিল। তাহাদের প্রায় সকলেরই পৃষ্ঠে লুণ্ঠিত দ্রব্যের বোঝা। তাহাতে সম্রাট হাসিয়া বলিলেন "লুণ্ঠনেই ইহারা যথেষ্ট পুরস্কৃত হইয়াছে দেখিতেছি।" ইন্দ্রগুপ্ত বলিলেন "অগ্নির যতই তাপ হউক না, মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় কখনই শীত দূর করিতে পারে না।" প্রিয়দর্শী পুনশ্চ হাসিয়া কোষাধ্যক্ষকে পুরস্কার দিতে আদেশ দিয়া ইন্দ্রগুপ্তাদির সহিত পুরে প্রবেশ করিলেন। ইন্দ্রগুপ্তকে অভিযানের সমস্ত বিবরণ বলিতে হইল। পরে অন্যান্য কার্য্যের পর তিনি অপরাহ্ণে স্বীয় আবাসাভিমুখে চলিলেন। তিনি রাজবাটীর উচ্চ ও সুন্দর পাষাণময় প্রাচীরের ধার দিয়া দক্ষিণাভিমুখে চলিলেন। পথে পানগোষ্টি সকল সেনা ও নাগরিকগণে পূর্ণ ছিল, কোথাও মত্ত স্ত্রীগণ সঙ্গীত করিতে ছিল। মধ্যে মধ্যে লোকেরা ইন্দ্রগুপ্তকে চিনিতে পারিয়া উচ্চ কোলাহল ও পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিল। ক্রমশঃ ইন্দ্রগুপ্ত দক্ষিণ দ্বার দিয়া নগর হইতে নির্গত হইলেন। সেখান হইতে অনেক উচ্চ উচ্চ স্তম্ভ ও স্তূপ দৃষ্টি গোচর হয়। একটী নূতন স্তম্ভ

দেখিয়া তিনি তাহাতে উৎকীর্ণ লিপি পাঠ করিতে লাগিলেন। তাহাতে লিখা ছিল "সম্রাট প্রিয়দর্শী চারিবার সমস্ত জম্বুদ্বীপ সঙ্ঘকে দান করিয়া পুনশ্চ ধনের দ্বারা ক্রয় করিয়া লইয়াছেন।"

এই স্তম্ভের অদূরেই নালগ্রাম। সেখানে প্রিয়দর্শীর জন্মস্থান। তথায় এক সিংহচূড় উচ্চ স্তম্ভ ছিল। তাহার নিকটেই ইন্দ্রগুপ্তের বাস ভবন।

ইন্দ্রগুপ্ত আবাসে পৌছিয়া তৎক্ষণাৎ মাতার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। পরে সন্ধ্যার সময় সাধারণ বেশে মহেন্দ্র ভিক্ষুর গুহাভিমুখে যাইলেন। ঐ গুহা এক অপূর্ব্ব দ্রব্য। রাজকুলজ ভিক্ষু মহেন্দ্রের রাজগৃহস্থ পর্ব্বত গুহা অতি প্রিয় ছিল। প্রিয়দর্শী মহেন্দ্রকে নিকটে রাখিবার জন্য নগরের বাহিরে এক কৃত্রিম পাহাড় ও গুহা করাইয়া দেন। সেই গুহা ২৪ হস্ত দীর্ঘ ১৫ হস্ত প্রস্থ ও ৭ হস্ত উচ্চ ছিল। উহা ৫ খানি মাত্র বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরের দ্বারা নির্ম্মিত। প্রবর গিরিপরীবার হইতে সেই বিপুল বিপুল প্রস্তর আনীত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী লোকে উহা অলৌকিক কীর্ত্তি মনে করিত। অধুনা বোধ হয় তাহা চূর্ণ হইয়া রাজপথে আছে।

ইন্দ্রগুপ্ত তথায় যাইয়া এক অশ্বত্থতলে কুণালকে দেখিতে পাইলেন। তিনি বলিলেন "কুমার! ভট্টারকের কথায় জানিলাম তিনি আপনার এ বিষয়ের কিছুই জানেন না। পুরীতে আপনার সংবাদ আসিয়াছে বটে কিন্তু কেহই ভট্টারককে বলিতে সাহসী হয় নাই। শুনিলাম কোন অন্তঃপুরিকার চক্রান্তে এইরূপ ঘটিয়াছে।" কুণাল কতক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন "বুঝিয়াছি"—পরে বলিলেন আমি এখন সহসা আত্ম প্রকাশ করিব না। তাহা হইলে সেই

কুণাল অন্তঃপুরিকা বিপন্না হইতে পারে"। ইন্দ্রগুপ্ত বলিলেন "তবে নালগ্রামের প্রান্তে আমার যে আরাম আছে তাহাতে বাস করুন।"

কুণাল তাহাতে সম্মত হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ইন্দ্রগুপ্ত কয়েকদিন কুসুমপুরে থাকিয়া কখনও কুক্কুটারামে কখনও অন্য কোন সঙ্ঘারামে যাইয়া 'থেরা' বা স্থবিরভিক্ষুগণের উপদেশ শুনিতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহার হৃদয় পরমার্থের দিকে অধিকতর নত হইতে লাগিল। কিন্তু মাতা ও সুনন্দাকে কি বলিবেন তাহা স্থির করিতে না পারিয়া সদাই চিন্তান্বিত থাকিতেন। কিছু কাল পরে তাঁহার মাতার নিকট হইতে সংবাদ আসিল যে তিনি অতি পীড়িতা হইয়াছিলেন, এখন অনেক সুস্থ হইয়াছেন। আরও শুনিলেন যে সুনন্দা ও সুসেন এখন নিজ আবাসে গিয়াছে কারণ তাহাদের মাতার ইচ্ছা যত দিন না বিবাহ হয় ততদিন তাঁহার পুত্র কন্যা তাঁহার কাছেই থাকিবে।

মাতার সংবাদ পাইয়া সেই দিনই ইন্দ্রগুপ্ত গৃহে চলিলেন। প্রত্যাগত সেনাগণের দ্বারা পূর্ব্বেই তাঁহার যশ দেশময় ব্যাপ্ত হইয়াছিল। ইন্দ্রগুপ্ত শকট পূর্ণ করিয়া বস্ত্রাদি, নানাবিধ উত্তর দেশীয় রত্ন পূর্ব্বে গৃহে প্রেরণ করিয়াছিলেন। গৃহ হইতে তিনি যে ভাবে নির্গত হইয়াছিলেন তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবে তিনি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মনে হইতে লাগিল যে তাঁহাকে নিগড় পরিতেই হইবে; তাহা স্বর্ণময় হইলেও অচ্ছেদ্য ও অসহ্য।

গৃহে আসাতে খুব উৎসব আরম্ভ হইল। সুসেন শ্রবণ মাত্র

সাক্ষাৎ করিতে আসিল।' ইন্দ্রগুপ্ত তাহাকে উত্তম ধনু, শর, অসি, অশ্ব প্রভৃতি উপহার দিলেন এবং সুনন্দার জন্য অনেক লুণ্ঠিত রত্নাভরণ 'সিবেয্যক' বস্ত্র প্রভৃতি মহামূল্য উপহার প্রেরণ করিলেন। জীবক উপহার লইয়া বাসভ গ্রামে উপস্থিত হইল। গ্রামস্থ সকলেই দেখিতে আসিল। জীবক প্রশংসা পূর্ব্বক দ্রব্যাদির বিবরণ বুঝাইয়া বলিতে লাগিল। বলিতেছিল "ইহাই সিবেয্যক বস্ত্র, ইহা প্রায়ই পাওয়া যায় না। কাম্বোজে অনেক কষ্টে ভর্ত্তা দুইখানি সংগ্রহ করিয়াছেন। বসুমিত্র একখানির অধিক পান নাই। এই রত্নহার উদ্যান দেশের (স্বাত উপত্যকা) রাজ-পত্নীর ছিল ইত্যাদি।"

সুনন্দা ইঙ্গিতে জীবককে অন্তরালে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন "আর্য্যপুত্রকে বলিও—এই সমস্ত অপেক্ষা তাঁহাকে দেখিলে আমি অধিকতর প্রীত হইতাম।" সুনন্দা আশা করিয়াছিলেন ইন্দ্রগুপ্ত আসিয়াই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন, কিন্তু তিন চারি দিন গেল তবুও আসিলেন না দেখিয়া তিনি কিছু বিষণ্ণ হইয়াছিলেন। জীবক প্রভুর ভাব কিছু কিছু বুঝিয়াছিল; সে সুনন্দাকে কিছু বলিল না; কিন্তু প্রভুকে আসিয়া সুনন্দার সংবাদ বলিল।

ইন্দ্রগুপ্ত মাতার কাছেও সুনন্দার প্রশংসা শুনিলেন। কিরূপে কায়মনোবাক্যে তাঁহার শুশ্রূষা করিয়াছে, কিরূপে ইন্দ্রগুপ্তের প্রস্থানাবধি কেশসংস্কারশূন্য হইয়া ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বন করিয়াছিলেন ইত্যাদি বিষয় শুনিয়া ইন্দ্রগুপ্তের অন্তরের ক্লেশবর্দ্ধিত ব্যতীত কমিল না। অগত্যা তিনি অশ্বারোহণে বাসভ গ্রামে চলিলেন। যে অতি প্রিয়জন তাহার যদি কিছুও ভাবান্তর হয় তবে তাহা সহজেই প্রতীত হয়। সুনন্দা ইন্দ্রগুপ্তকে দেখিয়াই

পূর্ব্বভাবের ব্যতিক্রম বুঝিলেন। ইন্দ্রগুপ্ত হৃদয়ভাব ঢাকিবার চেষ্টা করিলেও অনভ্যাস হেতু কৃতকার্য্য হইলেন না। সুনন্দা বুঝিলেন যে তাঁহাদের মধ্যে কোন এক ব্যবধান হইয়াছে। প্রত্যাবর্ত্তনকালে ইন্দ্রগুপ্ত মাঠ হইতে দেখিলেন যে গ্রামের প্রান্ত-ভাগের আম্রকাননে সুনন্দা দাঁড়াইয়া তাঁহার দিকে দেখিতেছেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল যে ফিরিয়া যাইয়া সুনন্দাকে সম্যক্ আশ্বস্ত করিয়া আসেন, কিন্তু তাঁহার হস্ত অশ্বকে ফিরাইল না। সুনন্দার জন্য তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইতে ছিল কিন্তু বিচার অভিভূত হইতে ছিল না।

সুনন্দা সেই আম্র কাননে একাকিনী বহুক্ষণ অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। মনে মনে বিবেচনা করিলেন বোধ হয় ইন্দ্রগুপ্ত অন্য কোন রমণীতে অনুরক্ত হইয়াছেন; তিনি আর এখন তাঁহার প্রীতিপ্রদা নহেন। তিনি কেবল পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার জন্য সুনন্দাকে ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। এই সব চিন্তা তাঁহার হৃদয়কে ছুরিকার ন্যায় বিদ্ধ করিতে লাগিল। অনেক চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন "আমি ইন্দ্রগুপ্তের সুখের পথে প্রতিবন্ধক হইব না; আমি শ্রমণা হইব।" ইহা স্থির করিয়া তিনি কালন্দক নিবাপে (বেণুবনস্থ) যাইয়া তথাকার ভিক্ষুনীদের সঙ্গ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া সৎকার করিতে লাগিলেন। তাঁহার মাতা মনে করিলেন যে কন্যা সাংসারিক মঙ্গলের জন্য ধর্ম্ম করিতেছে। ইন্দ্রগুপ্ত মাসাবধি স্বীয় কোটঠকেই রহিলেন। প্রায়ই তিনি মৃগয়া ছলে রাজগৃহের পর্ব্বতমালায় চলিয়া যাইয়া সেখানে বনের মধ্যে দিন কাটাইয়া আসিতেন। এ দিকে তাঁহার বিবাহেরও আয়োজন হইতে লাগিল।

একদিন সুনন্দা কালন্দক নিবাপে যাইতে পথিমধ্যে পর্ব্বতের নিম্নে একস্থানে দেখিলেন জীবক তাহার প্রভুর অশ্ব লইয়া অপেক্ষা করিতেছে, তাঁহার নিকট জানিলেন ইন্দ্রগুপ্ত মৃগয়ার জন্য পর্ব্বতে গিয়াছেন। তখন সুনন্দা, ইন্দ্রগুপ্ত কাহার প্রতি অনুরক্ত তাহা জানিবার জন্য জীবককে তাহার প্রভুর বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তাহাতে তিনি প্রকৃত বিবরণ বুঝিতে পারিলেন, যখন বুঝিলেন যে ইন্দ্রগুপ্ত অন্য কাহারও জন্য তাঁহার প্রতি বিরক্ত নন, তখন তাঁহার হৃদয় সম্পূর্ণরূপে প্রফুল্ল হইল। কারণ তিনি ইন্দ্রগুপ্তের সহিত প্রাসাদ এবং বন উভয়ই তুল্য বোধ করিতেন; তাঁহার হৃদয়ে পাছে ব্যথা লাগে তাই যে ইন্দ্রগুপ্ত তাহাকে এ বিষয় বলিতে পারিতেছেন না তাহাও তিনি বুঝিলেন। সে দিন প্রফুল্ল মনে তথা হইতেই বাটী ফিরিয়া স্থির করিলেন যে শীঘ্রই সাক্ষাৎ করিয়া ইন্দ্রগুপ্তকে সমস্ত বলিবেন। বলিবেন যে ইন্দ্রগুপ্ত যে পথে চলিবেন তিনিও সেই পথে চলিবেন, তদ্ব্যতীত তাঁহার অন্য পথ বা ধর্ম্ম নাই।

এই সময় সম্রাটের এক দূত আসিয়া ইন্দ্রগুপ্তকে প্রবর গিরিতে যাইয়া সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুজ্ঞা জানাইল। তাহাতেই ইন্দ্রগুপ্ত সানুচরে প্রবর গিরিতে যাত্রা করিয়াছিলেন। পাঠক প্রথম পরিচ্ছেদে ইহাদিগকেই দেখিয়াছেন। সে সময় 'রাজগৃহের ইন্দ্রগুপ্ত' বলিলে মগধের সকলেই চিনিতে পারিত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

প্রবর গিরিতে প্রিয়দর্শী কতকগুলি অপূর্ব্ব "কুভা" বা গুহা নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন। তিনি শান্তির জন্ত কখনও কখনও তথায় আসিয়া বাস করিতেন। তথা হইতেই ইন্দ্রগুপ্তকে ডাকাইয়া ছিলেন। ইন্দ্রগুপ্ত সানুচরে নীরঞ্জনা পার হইয়া অচিরেই পর্ব্বততলে উপনীত হইলেন; পরে পর্ব্বতকে বামে রাখিয়া প্রদক্ষিণ করতঃ উত্তরে সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গের তলদেশে এক স্থানে উপনীত হইলেন। সেখান হইতে ৬০।৭০ হস্ত চড়িলে এক বিস্তীর্ণ অধিত্যকা পাওয়া যায়। সেই অধিত্যকা প্রায় উচ্চ উচ্চ শৃঙ্গ বেষ্টিত। যে যে স্থলে বেষ্টন ছিল না তথায় সম্রাট বৃহৎ বৃহৎ উপলখণ্ডের দ্বারা উচ্চ ও দৃঢ় প্রাচীর করাইয়া সে স্থানকে দুর্গবৎ করিয়াছিলেন। সম্রাট যখন থাকিতেন তখন বহু প্রহরী রক্ষা কার্য্য করিত। ইন্দ্রগুপ্ত অশ্ব ও অনুচরদের নীচে রাখিয়া আরোহণ পূর্ব্বক প্রাচীরস্থ এক দ্বারে উপনীত হইলেন। দ্বারের দুই পার্শ্বে ষট্‌কোণ পাষাণ স্তম্ভ। তথায় যাইয়া প্রহরীগণকে পরিচয় দেওয়াতে একজন প্রতিহারী তাঁহাকে ভিতরে লইয়া গেল।

অধিত্যকাটীতে ইতস্ততঃ বৃহৎ বৃহৎ উপল প্রক্ষিপ্ত ছিল এবং তাহা তিন্তিড়ী, অশ্বত্থ, তাল প্রভৃতি বৃক্ষে পূর্ণ ছিল।

কিছু দূর যাইয়া এক বৃহৎ শায়িত পাষাণ দেখা গেল। তথায় কতকগুলি লোক কার্য্য করিতেছিল। ইন্দ্রগুপ্তের সহচর বলিল "ভট্টারক এইখানে সুপিয়া নামে এক নূতন কুভা (গুহা) প্রস্তুত করাইতেছেন, আপনি ঐখানে অবস্থান করুন, আমি সংবাদ দিই।"

ইন্দ্রগুপ্ত তথায় যাইয়া দেখিলেন সেই কঠিন পাষাণ কাটিয়া এক সুবৃহৎ প্রকোষ্ঠ প্রস্তুত হইয়াছে। তাহার তল প্রাচীর এবং গোলাকার ছাদ দর্পণের ন্যায় মসৃণিত হইয়াছিল। তাহা বর্ত্তমানেও এরূপ মনোরম যে লোকেরা দেব নির্ম্মিত মনে করে।

তখন কতকগুলি শিল্পী সুকঠিন প্রস্তরের দ্বারা স্থানে স্থানে মসৃণ করিতে ছিল। একজন বাহিরে "ইয়ং সুপিয়া কুভা" ইত্যাদি লিপি উৎকীর্ণ করিতেছিল। ইন্দ্রগুপ্ত তাহার শস্ত্রের সারবত্তা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ইহা কোথাকার লৌহ" ? শিল্পী। ইহা বিদর্ভ দেশের লৌহ। ইন্দ্র। অতি উত্তম দেখিতেছি। আমার এই অসি কুসুমপুরের বিন্দুভদ্র করিয়াছে। ইহাও উত্তম লৌহ। দেখি এই পাষাণে পরীক্ষা করিয়া।

এই বলিয়া ইন্দ্রগুপ্ত পাষাণের উপর অসি প্রহার করিলে তথায় এক শ্বেতবর্ণ রেখা হইল। অসির ধার তত নষ্ট হইল না দেখিয়া সকলে বলিল ইহাও অতি উত্তম লৌহ। একজন হস্তস্থ প্রস্তরের দ্বারা অসির ধার ঠিক করিয়া দিল। বস্তুতঃ সে কালেও ভারতে কোন কোন এরূপ শিল্পজাত দ্রব্য পাওয়া যাইত যে পৃথিবীতে এখন কোথাও তাহা পাওয়া যায় না।

সেই গুহার দক্ষিণে আর একটি বৃহত্তর পাষাণে তাদৃশ দ্বিপ্রকোষ্ঠ এক গুহা ছিল। সম্রাট তাহাতে ছিলেন। প্রতিহারী আসিয়া ইন্দ্রগুপ্তকে তথায় লইয়া গেল। বাহিরে আসিয়া সম্রাট ইন্দ্রগুপ্তকে লইয়া কিছু দূরে এক শিলোপরি উপবেশন করিয়া কুশলাদি প্রশ্নের পর বলিলেন "ইন্দ্রগুপ্ত! দুর্বৃত্ত চণ্ডসেন রাজ্যের কণ্টক স্বরূপ হইয়াছে। কতকগুলি শ্রেষ্ঠি সিংহল হইতে আমার আদেশে অনেক মুক্তা রত্ন আনিতে ছিল, মনে করিয়া

ছিলাম যোনরাজ অন্তিয়োককে উপহার দিব। কলিঙ্গদেশে আসিলে দুর্বুদ্ধি চণ্ডসেন তাহা কাড়িয়া লইয়াছে। দন্তপুরের (কলিঙ্গের রাজধানী) শীলভদ্রটা (শাসক) নিতান্ত অকর্ম্মণ্য, সে এত দিনেও তাহাকে ধ্বংস করিতে পারিল না। তুমি যাইয়া রাজ্যকে নিষ্কণ্টক কর।"

ইন্দ্রগুপ্তের তখন যুদ্ধে তত রুচি ছিল না, কিন্তু সম্রাট যেরূপ উত্তেজিত ভাবে প্রস্তাব করিলেন তাহাতে তাঁহার অস্বীকার করিতেও সাহস হইল না। তিনি বলিলেন "ভট্টারক যাহা আজ্ঞা করিতেছেন তাহাই হইবে।"

চণ্ডসেন পূর্ব্বে রাজকর্ম্মচারী ছিল। সে ভীমকায় ও কিছু স্বাধীন প্রকৃতির লোক ছিল। সম্রাটের সহিত কোন কারণে বিবাদ হওয়াতে সে কতকগুলি অনুচর সহ কলিঙ্গদেশে পলাইয়া যায়। তথায় পর্ব্বতে এক দুর্গ করিয়া বন্য জাতিদের বশ করতঃ তাহাদের সাহায্যে কলিঙ্গের সেনাকে অবহেলা করিয়া স্বাধীনভাবে থাকিত এবং সময় পাইলে উপদ্রবও করিত।

সম্রাট পুনশ্চ বলিলেন "সে পর্ব্বতে দুর্গ করিয়াছে। তুমি যবন মিত্রদত্তকে (ইহার প্রকৃত নাম মিথ্রিডেটিস্ কিন্তু সকলে 'মিত্রদত্ত' বলিত) ও তাহার অধীনের এক শত শার্ঙ্গযন্ত্র লইয়া যাও। দূর হইতে শার্ঙ্গযন্ত্র দিয়া বৃহৎ বৃহৎ ভল্লক্ষেপ করিলে সহজে পার্ব্বত্য দুর্গ জয় করিতে পারিবে। শীত ঋতুই বন্য অভিযানের সুসময়, অতএব তুমি অচিরাৎ অভিযান কর।" এই বলিয়া সম্রাট ইন্দ্রগুপ্তকে বিদায় দিলেন।

প্রবর গিরি বৃহৎ বৃহৎ পাষাণের স্তূপ স্বরূপ হওয়াতে তাহাতে অনেক স্বাভাবিক কন্দর ছিল। বিশিষ্ট বিশিষ্ট কয়েক

জন ভিক্ষু তাহাতে থাকিতেন। তন্মধ্যে সমুদ্র-ভিক্ষুর নাম অতি প্রসিদ্ধ। প্রাগুক্ত কৃত্রিম গুহা সকল যে প্রস্তরে খোদিত, তাহা পশ্চিমে যথায় শেষ হইয়াছে, তাহার কিছু দূরে এক বৃহৎ স্বাভাবিক গুহায় সমুদ্র-ভিক্ষু বাস করিতেন; রাজগুরু উপগুপ্তের জন্য সুপিয়া নামক "কুম্ভ" নির্ম্মিত হইতেছিল।

ইন্দ্রগুপ্ত সমুদ্র-ভিক্ষুর গুহায় যাইয়া অভিবাদন পূর্ব্বক এক-পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। ভিক্ষুবর সদাই প্রশান্তচিত্তে ধ্যান মগ্ন থাকিতেন। তাঁহার নেত্র অচল, মুখশ্রী ঈষৎ হাস্যযুক্ত ও প্রশান্ত। সেই প্রশান্ত ভাবের এরূপ প্রভাব যে তাহাতে সেই স্থান যেন শান্তিপুর্ণ ছিল। যে সেখানে যাইত তাহারই হৃদয়ে এক অননুভূতপূর্ব্ব প্রশান্ততা আসিত। ইন্দ্রগুপ্তের হৃদয় ভিক্ষুর মুখশ্রী দেখিতে দেখিতে অপূর্ব্ব প্রশান্ততায় আপ্লুত হইল। তিনি নির্ব্বাক্ হইয়া সেই শান্তিরস অনুভব করিতে লাগিলেন। বাহ্যের অচিরস্থায়িত্ব ও নির্ব্বাণের অবিকারি শান্তিসুখ তাঁহার হৃদয়ে স্ফুটরূপে প্রতিভাত হইল। বহুক্ষণ সেই ভাবে গত হইলে ভিক্ষুবর তাঁহার দিকে প্রশান্তভাবে চাহিলেন। ইন্দ্রগুপ্ত যুক্তকরে বলিলেন "ভগবন্! অধুনা আমি রাজকার্য্যে যাইতেছি। যদি ফিরিয়া আসি তবে ভগবানের সহিত পুনঃ সাক্ষাৎ করিব।" ভিক্ষু বলিলেন "বৎস! দয়া, অক্রোধ ও ধৈর্য্য সদাই অক্ষুণ্ণ রাখিও।"

ক্ষুদ্র-হৃদয় ব্যক্তি হইলে তাদৃশ মহাপুরুষের নিকট স্বীয় বিজয় ও নির্ব্বিপদের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিত, কিন্তু ইন্দ্রগুপ্ত সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি জানিতেন যুদ্ধাদির নিষ্ঠুর মানুষ ব্যাপার মাত্র, মানুষের বলবীর্য্যাদির উপর জয় পরাজয়

নির্ভর করে। দৈব বা মহাপুরুষগণের নিকট নিষ্ঠুর কার্য্যের সহায়তা কামনা করা বা শত্রুর বিপৎ কামনা করা ধর্ম্মের গ্লানি করা মাত্র। কারণ মহাপুরুষগণ প্রাণহানিকর অপকার প্রাপ্ত হইলেও পরের অনিষ্ট চিন্তা করেন না। সেই নিষ্ঠুর ব্যাপার যাহাতে অপেক্ষাকৃত অল্প ভীষণ হয় তদুদ্দেশ্যেই অলৌকিক প্রজ্ঞা সম্পন্ন অর্হত সমুদ্র ইন্দ্রগুপ্তকে দয়াদির উপদেশ দিলেন।

ইন্দ্রগুপ্ত পর্ব্বত-নিম্নস্থ এক গৃহে সে রাত্রি অবস্থান করত পরদিন গৃহে আসিলেন। তাঁহার মাতা পুনরভিযানের সংবাদে ক্রন্দন সম্বরণ করিতে পারিলেন না। বলিলেন "বৎস! আর বোধ হয় তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না, আমার শরীর ক্রমশঃই ক্ষীণ হইতেছে। তোমার প্রত্যাবর্ত্তন আর বোধ হয় দেখিব না।" ইন্দ্রগুপ্তও সাশ্রু নয়নে বলিলেন "আমার এ অভিযানে ইচ্ছা ছিল না, সম্রাটের কথার প্রতিবাদ করিতে সাহস হইল না বলিয়া ইহাতে স্বীকার হইয়াছি।" তাঁহার মাতা বলিলেন "না বৎস! যুদ্ধে যশোলাভই তোমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম; কোন কারণেই সেই কর্ত্তব্যকে অবহেলা করিও না।"

নবম পরিচ্ছেদ।

ইন্দ্রগুপ্ত শীঘ্রই সসৈন্যে কলিঙ্গে যাইয়া মহেন্দ্রগিরিতে চণ্ডসেনের দুর্গ অবরোধ করিলেন। দুর্গের একদিকে এক অলঙ্ঘ্য শৃঙ্গ এবং অন্যদিকে প্রাচীর ছিল। প্রাচীরের দিক হইতে আক্রমণ করাই স্থির হইল। তাহার আয়োজন হইতে লাগিল। ইন্দ্রগুপ্ত সৈন্যদিগকে অযথা অত্যাচার করিতে বিশেষরূপে নিষেধ করিয়া

দিয়াছিলেন। কেবল সুরাপী যবন মিত্রদত্ত ও কতকগুলি তাহার বন্ধু উচ্ছৃঙ্খল ছিল এবং গোপনে ইন্দ্রগুপ্তকে উপহাস করিত।

যদিও একদিক হইতে প্রত্যক্ষত দুর্গ আক্রমণের আয়োজন হইতেছিল, তথাপি চরগণ ছিদ্রান্বেষণ হেতু দুর্গের চারিদিকের পর্ব্বতেই ঘুরিত। যে দিকে দুর্গের অলঙ্ঘ্য পর্ব্বতশৃঙ্গরূপ প্রাচীর ছিল, একদিন ইন্দ্রগুপ্ত স্বয়ং সেইদিকে অনুসন্ধানার্থ গিয়াছিলেন। সে দিকে পর্ব্বতের শোভা অতি মনোরম। ইন্দ্রগুপ্ত অনুচরগণকে এক স্থানে সমবেত থাকিতে বলিয়া স্বয়ং শোভায় মুগ্ধ হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিলেন।

কিছু দূর যাইয়া তিনি দেখিলেন একটি বালিকা একটী হরিণ শাবক ধরিবার জন্য ছুটিতেছে। বালিকাটী দশ বৎসরের হইবে কিন্তু তাহার বেশ কতকটা যোদ্ধার মত। স্কন্ধে তূণ ও ধনু রহিয়াছে এক হস্তে একটি ক্ষুদ্র বল্লম। ইন্দ্রগুপ্ত কৌতূহলী হইয়া সেইদিকে গেলেন। বালিকা তাঁহাকে দেখিয়া মাগধ ভাষায় অনুজ্ঞা স্বরে বলিল "ঐ দিকে যাইয়া হরিণটা ধর" ইন্দ্রগুপ্ত হাসিয়া তাহাই করিলেন। মৃগ শাবক ধরা পড়াতে বালিকা আহ্লাদিতা হইয়া তাহাকে আদর করিতে লাগিল। ইন্দ্রগুপ্তকে তাহার গলে রজ্জু বাঁধিয়া দিতে বলিল। ইন্দ্রগুপ্ত জিজ্ঞাসিলেন "ইহা কি তোমার হরিণ।"

বালিকা। হাঁ।

ইন্দ্র। তুমি কে?

বালিকা। তুমি কি আমাকে চেন না? আমি সুজাতা, চণ্ডসেনের কন্যা। ইন্দ্রগুপ্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন "বটে!" তিনি বালিকার কথায় ও আকারেই বুঝিয়া ছিলেন যে বালিকা

অতি সরল ও নিঃসন্দিগ্ধ প্রকৃতির; কিন্তু বুদ্ধিহীনা নহে। ইন্দ্রগুপ্ত বলিলেন "তুমি এখানে কিরূপে আসিলে?"

বালিকা। কেন, এইদিকের দ্বার দিয়া আসিয়াছি এই হরিণটা তিনদিন হইল হারাইয়া গিয়াছিল তাই খুঁজিতে আসিয়াছি।

ইন্দ্র। এ দিকে আবার দ্বার কোথায়?

বালিকা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু ইন্দ্রগুপ্ত তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন "না আমাকে বলিও না।" সেই গুপ্তদ্বারের কথা জানিলে হয়ত দুর্গ জয়ের সুবিধা হইত, কিন্তু সেই সরলা বালিকাকে ছলপূর্ব্বক তাহার পিতার ধ্বংসের হেতু করিতে ইন্দ্রগুপ্তের হৃদয় চাহিল না। বালিকা একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল "কেন বলিব না।"

ইন্দ্র। জাননা কি তোমাদের দুর্গ আক্রান্ত হইয়াছে?

বালিকা। (সচকিতে) হাঁ সেত ওদিকে ইন্দ্রগুপ্ত রোধ করিয়াছে (পরে উত্তেজিত স্বরে) তাহাকে যদি দেখিতে পাই তবে বাণের দ্বারা তাহার হৃদয় বিদ্ধ করি।

ইন্দ্র। (হাসিয়া) আমিই ত ইন্দ্রগুপ্ত।

বালিকা বিস্ফারিতনেত্রে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিল; পরে বলিল, তুমি—তোমাকে ত ইন্দ্রগুপ্তের মত দেখিতে নয়।"

ইন্দ্র। (হাসিয়া) ইন্দ্রগুপ্তকে দেখিতে কিরূপ? রাক্ষসের মত নাকি?

বালিকা অপ্রস্তুত হইল। কিছু বলিতে পারিল না শত্রুর প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ ইন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে তাহার বালোচিত এক ধারণা ছিল। সে বলিল "তুমি কেন আমাদের দুর্গ লইতে আসিয়াছ?"

এবার ইন্দ্রগুপ্তের উত্তর দিতে গোল লাগিল। ইতস্ততঃ করিয়া তিনি বলিলেন "তোমার পিতা তাহা জানেন; তুমি কাহাকেও

গুপ্তদ্বারের কথা বলিও না আর দুর্গ হইতে বাহির হইও না। অন্য কাহাকে বলিলে হয়ত তোমাদের মহাবিপদ হইত; তাহলে তুমিই সেই বিপদের কারণ হইতে।” বালিকা ভীতা হইয়া সজলনেত্রে বলিল “তুমি ত কিছু করিবে না?”

ইন্দ্র। না—এই পথ আমি চলিলাম। তুমি ফিরিয়া যাইয়া তোমার পিতাকে সতর্ক হইতে বলিও।

বালিকা প্রতিগম্যমান ইন্দ্রগুপ্তের দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তাহার হৃদয়ের ভাব যে কি—বিদ্বেষ বা শ্রদ্ধা বা কি—তাহা আমরা স্থির করিয়া বলিতে পারি না। কিছুক্ষণ পরে সে দ্রুতপদে অদৃশ্য হইয়া গেল।

দশম পরিচ্ছেদ।

পরদিন ইন্দ্রগুপ্ত দুর্গ আক্রমণ করিলেন। দুর্গের প্রাচীর তত শক্ত ছিল না। ইন্দ্রগুপ্ত তাহা ভগ্ন করিতে আদেশ দিলেন। বৃহৎ বৃহৎ কাষ্ঠচ্ছদের দ্বারা রক্ষিত হইয়া সেনাগণ প্রাচীরের কাছে অগ্রসর হইতে লাগিল দুর্গ হইতে ক্ষিপ্ত প্রস্তরে অনেক বার বাধা পাইয়া, শেষে একদল প্রাচীরের নিকট পৌঁছিয়া তাহা ভগ্ন করিতে লাগিল। ইন্দ্রগুপ্ত তথাকার প্রাচীরোপরি অনবরত শার্ঙ্গযন্ত্র হইতে শরক্ষেপ করিতে এবং অয়ঃকণপ অস্ত্র হইতে লৌহ বর্ত্তুল ক্ষেপণ করিতে আদেশ দিলেন। আক্রান্তগণ অস্ত্র বর্ষণ করিতে আসিয়া নিহত হইতে লাগিল। শেষে একজন দীর্ঘকায় যোদ্ধা আসিয়া দ্রুত এক বৃহৎ প্রস্তর নিক্ষেপ করিল কিন্তু সেও আহত হইল। আক্রমণকারীগণ তাহাতে অনেকে হতাহত

হইল, কিন্তু তাহাতেও মহোদ্যমে প্রাচীর ভঙ্গ করিতে লাগিল। শেষে অনেক চেষ্টায় কতক প্রাচীর পড়িয়া গেল অমনি ভিতর হইতে অসংখ্য শর আসিয়া আক্রমণকারীদের অনেককে নিহত করিল। ভগ্ন প্রাচীরের মধ্য দিয়া কেহ প্রবেশ করিতে সাহসী হইল না। তখন ইন্দ্রগুপ্ত বলিলেন "আমিই অগ্রে যাইব; কে আমার সহিত যাইবে আইস।" অমনি অনেকে অগ্রসর হইল। তাঁহারা বেগে প্রবেশ করিল অমনি দুর্গস্থগণ গদা, পরশু, অসি প্রভৃতি আয়ুধ লইয়া তাহাদের উপর পড়িল।

চণ্ডসেন পূর্ব্বেই আহত হইয়াছিলেন কিন্তু তখন অমিত তেজে অসি দ্বারা ইন্দ্রগুপ্তকে আক্রমণ করিলেন। ইন্দ্রগুপ্ত অতি সাবধানে আত্মরক্ষা করিলেও কিছু আঘাত পাইলেন। চণ্ডসেন অল্পক্ষণেই নিস্তেজ হইয়া পড়িয়া গেলেন। তাহাতে দুর্গস্থগণ কিছু হটিয়া গেল। অমনি পিপিলীকার ন্যায় সম্রাটসেনা প্রবেশ করিতে লাগিল। ইন্দ্রগুপ্ত চণ্ডসেনকে বন্দী করিতে বলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দুর্গস্থগণ তখন পলায়ন পরায়ণ হইয়াছিল। ইন্দ্রগুপ্ত তাহাদের বলিলেন "তোমরা আত্মসমর্পণ কর। আমি অভয় দিলাম।" তাহাতে যুদ্ধ থামিয়া গেল।

ইন্দ্রগুপ্ত তাহাদের নিরস্ত্র করিতে আদেশ দিয়া লুণ্ঠনের অত্যাচার নিবারণের জন্য অন্তঃপুরের দিকে যাইলেন। যাইয়া দেখেন মিত্র দত্ত যবন দ্বার ভগ্ন করিতেছে ও ভিতর হইতে ক্রন্দনের কোলাহল উঠিয়াছে। ইন্দ্রগুপ্ত মিত্রদত্তকে বলিলেন আমি স্বয়ং ইহাদের বন্দী করিব তুমি অন্যত্র যাও। মিত্রদত্ত ব্যর্থকাম ও রুষ্ট হইয়া সহায়ের জন্য তথায় সমবেত সেনাগণের দিকে চাহিল। কিন্তু সকলেই সেনাপতিকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত সুতরাং

মিত্রদত্তকে ক্ষুব্ধ হইয়া সরিয়া যাইতে হইল। ইন্দ্রগুপ্ত পুরস্কারের আশা দিয়া সৈনিকদের সে স্থান ঘেরিয়া থাকিতে বলিয়া স্বয়ং সেই ভগ্নদ্বার দিয়া এক স্বল্পায়তন পথে প্রবেশ করিলেন। কিছু দূর যাইলে কে হঠাৎ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া তাঁহার বক্ষে একশর মারিল। বর্ম্ম ভেদ করিয়া শর অল্প বিদ্ধ হইল, ইন্দ্রগুপ্ত অসি প্রহার করিতে যাইতে ছিলেন কিন্তু প্রতিপক্ষকে চিনিতে পারিয়া বিরত হইয়া সহাস্যে বলিলেন "সুজাতা"।

সুজাতা চমকিতা হইয়া সজল বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিল; পরে বলিল 'কে তুমি!—আমি চিনিতে পারি নাই।"

ইন্দ্র। তা বেশ করিয়াছ। তোমার শরের ত খুব বেগ (শর উন্মোচন করত)। তোমাদের কোন ভয় নাই। তোমার পিতা হত হন নাই।

ইতিমধ্যে কতকগুলি মহিলা তথায় আসাতে তাহাদের বলিলেন। চণ্ডসেন যে মুক্তা রত্ন সকল লইয়াছিলেন তাহা যদি আপনারা প্রত্যর্পণ করেন তবে আর কেহ আপনাদের কিছু লুণ্ঠন করিবে না।

তাহারা আশ্বস্ত হইয়া মুক্তা সকল আনিয়া দিল। পরে ইন্দ্রগুপ্ত দুর্গ মধ্যে সর্ব্বত্র ব্যবস্থা স্থাপন করিতে গেলেন। তাঁহার আন্তরিক যত্ন যাহাতে পরাভূতদের পীড়ন না হয়। ইন্দ্রগুপ্ত আকাশগোত্ত নামক স্বকীয় বৈদ্যকে বিশেষরূপে চণ্ডসেনের চিকিৎসা করিতে নিযুক্ত করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

আহত চণ্ডসেনকে লইয়া সসৈন্যে ইন্দ্রগুপ্ত বসন্তের প্রারম্ভে মগধে পৌঁছিলেন। চণ্ডসেন সাধু ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি পূর্ব্বে ইন্দ্রগুপ্তের পিতার সহিত একত্র যুদ্ধাদি করিয়াছিলেন। আর স্বীয় কন্যা সুজাতার নিকটও ইন্দ্রগুপ্তের ব্যবহার শুনিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়াছিলেন। সুতরাং ইন্দ্রগুপ্তের সহিত তাঁহার খুব সৌহার্দ্য জন্মিল। ইন্দ্রগুপ্ত সম্রাটকে বলিয়া তাঁহার প্রতি সদ্ব্যবহারের চেষ্টা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। প্রত্যহই উভয়ে অনেকক্ষণ আলাপ করিতেন; তাহাতে ইন্দ্রগুপ্ত তাঁহাকে স্বজীবনের সমস্তই বলিয়াছিলেন এবং স্বীয় ধর্ম্মভাবে চণ্ডসেনকে অনেকটা ভাবিত করিয়াছিলেন।

কুসুমপুরের পথ রাজগৃহ হইতে কিছু দূরে পড়াতে ইন্দ্রগুপ্ত গৃহে লোক প্রেরণ করিয়া সৈন্য লইয়া রাজধানী অভিমুখে চলিতে লাগিলেন। পুনঃপুনা নদীর কাছে আসিলে গৃহ হইতে সংবাদ পাইলেন যে তাঁহার মাতার মৃত্যু হইয়াছে! ইন্দ্রগুপ্ত তাহাতে অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া সেইখানে শিবির স্থাপন করিতে বলিয়া সে দিন নিজ পটাবাস হইতে বাহির হইলেন না।

পরদিন প্রাতে যবন মিত্রদত্ত সহানুভূতি প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিল আর প্রস্তাব করিল যে সেদিনও সেখানে সৈন্যগণ বিশ্রাম করুক। ইন্দ্রগুপ্ত সম্মতি দিলেন। সেই সময় মিত্রদত্ত এক পেটিকার মধ্যে বহুমূল্য মুক্তা সকল রহিয়াছে দেখিয়া গেল। ইন্দ্রগুপ্ত সম্রাটের প্রিয় বস্তু পাছে অপহৃত হয় বলিয়া মুক্তার কথা প্রকাশ করেন নাই এবং তাহা নিজের সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেন।

মিত্রদত্ত একটী দুরভিসন্ধি করিয়া আসিয়া ছিল। সে তথা হইতে চণ্ডসেনের কাছে গিয়া প্রস্তাব করিল যে চণ্ডসেন যদি তাঁহার মণিময় কুণ্ডলাদি দেন (ইন্দ্রগুপ্ত তাঁহাকে নিরাভরণ করেন নাই) তবে সেই রাত্রেই সে তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিবে। চণ্ডসেন সানন্দে স্বীকৃত হইল; কারণ সম্রাট তাঁহার ভাগ্যে কি বিধান করিবেন তাহা অনিশ্চিত ছিল।

সেই রাত্রে নানা কৌশলে মিত্রদত্ত চণ্ডসেনকে মুক্ত করিয়া দিল। তাহার ইচ্ছা ইন্দ্রগুপ্ত যেন লাঞ্ছিত হয়।

পরদিন চণ্ডসেনের পলায়ন সংবাদ পাইয়া ইন্দ্রগুপ্ত অতি উদ্বিগ্ন হইলেন। সম্রাট অতিশয় রুষ্ট হইবেন, কারণ সকলেই জানিত চণ্ডসেন শীঘ্রই পূর্ব্ববৎ হইয়া উঠিবেন। তিনি তৎক্ষণাৎ কতকগুলি লোক লইয়া খুঁজিতে বাহির হইলেন। অবশিষ্টদের কুসুমপুরে যাইতে আদেশ দিলেন। এদিকে সম্রাট চণ্ডসেনের পলায়নে যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ হইলেন। অবসর বুঝিয়া মিত্রদত্ত ইন্দ্রগুপ্তের নামে বলিতে লাগিল। একদিন সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিল যে ইন্দ্রগুপ্ত গোপনে মহামূল্য মুক্তারত্ন লইয়া চণ্ডসেনকে ছাড়িয়া দিয়াছে। সে তাহাকে নিগড় বদ্ধ করে নাই, সর্ব্বদাই তাহার সহিত গোপনে আলাপ করিত, এইরূপ অনেক কথা বলিল। সম্রাট প্রথমতঃ মিত্রদত্তের উপর ক্রুদ্ধ হইলেন। তাহাতে সে দুই একজন নিজ বন্ধুর দ্বারা প্রমাণ করাইল যে ইন্দ্রগুপ্ত চণ্ডসেনের সহিত শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করিত না; আরও বলিল যে নালগ্রামে ইন্দ্রগুপ্তের ভবন খুঁজিলে মুক্তা সকল বাহির হইতে পারে। বস্তুত তাহাই হইল, কারণ ইন্দ্রগুপ্তের ভৃত্যগণ তাহার দ্রব্যাদি তথায় লইয়া গিয়াছিল, মিত্রদত্ত যবে সে সন্ধান জানিত।

ইহাতে সন্দিগ্ধচেতা সম্রাট ইন্দ্রগুপ্তের উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। ইন্দ্রগুপ্ত কয়েকদিন প্রাণপণে খুঁজিয়া ও চণ্ডসেনকে না পাইয়া রাজধানীতে আসিয়া সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবা মাত্র রাজপুরীতেই কারারুদ্ধ হইলেন। তাঁহার গ্লানি মিত্রদত্তের দ্বারা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল। জীবক প্রভুর বিপদ যে মিত্রদত্তের চক্রান্তে হইয়াছে তাহা বুঝিল। কিন্তু নিরুপায় হইয়া দেশে ফিরিয়া সুনন্দার নিকট সমস্ত বলিল। তাহাতে সুনন্দার যে অবস্থা হইল তাহা সহজেই অনুমিত হয়। ইন্দ্রগুপ্তের বিমল যশ তাঁহার নিজের অপেক্ষা বোধ হয় সুনন্দারই প্রিয়তর ছিল। দুষ্টের চক্রান্তে তাহা নষ্ট হইয়া তাহার প্রিয়তম যে কারাগারে ক্ষিপ্ত হইয়া কষ্ট পাইতেছেন ইহাতে আহারাদি ত্যাগ করিয়া সে ম্রিয়মানা হইয়া পড়িল। তাহার মাতা নিরুপায় হইয়া তাহার সান্ত্বনার জন্য কালন্দক নিবাপ হইতে শ্রমণাদের আমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন, একজন শ্রমণা যিনি সুনন্দা ও ইন্দ্রগুপ্তের বিষয় সমস্তই জানিতেন এবং সুনন্দা যাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা ও ভালবাসিত, তিনি সুনন্দাকে অনেক বুঝাইলেন কিন্তু কিছুই হইল না। শেষে তিনি বলিলেন যে মিথ্যা ও অধর্ম্ম অচিরস্থায়ী; ইন্দ্রগুপ্তের এ বিপদ কখনই থাকিবে না!

সুনন্দা ক্ষীণস্বরে বলিল "তিনি ত জীবনেও কখন অপকর্ম্ম করেন নাই তবে কেন এরূপ হইল।"

শ্রমণা। বৎসে! এ জীবনের কর্ম্মের দ্বারা যে ইহ জীবনের সমস্তই ঘটে এরূপ কখনই মীমাংসিত হইতে পারে না। ইন্দ্রগুপ্ত নিশ্চয়ই নির্দ্দোষী। তুমি চেষ্টা করিলে তাঁহার উদ্ধারসাধন করিতে পার। তুমি প্রবর গিরিতে মহাশ্রমণ সমুদ্রের নিকট যাও তিনি নিশ্চয়ই ইহার ব্যবস্থা করিবেন।

নিজ চেষ্টার উপর ইন্দ্রগুপ্তের কল্যাণ নির্ভর করিতেছে, জানাতে সুনন্দার শরীরে তৎক্ষণাৎ বলাধান হইল। সে জীবককে ডাকিয়া পাঠাইল এবং তাহাকে লইয়া প্রবরগিরিতে যাত্রা করিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সুনন্দা প্রবর গিরিতে আসিয়া একবারে সমুদ্র ভিক্ষুর গুহায় গেল। তাহার হৃদয়ের সন্তাপ এত অধিক যে সেই অর্হতের প্রভাবজনিত শান্তিও তাহার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিল না। সে ভিক্ষুর চরণে প্রণিপাত করিয়া সমস্ত বলিতে লাগিল তাহার হৃদয় স্পর্শী ও সকরুণ উপাখ্যানে ভিক্ষুরও হৃদয় কিছু বিচলিত হইল। তিনি কিছুক্ষণ অতি স্থির ও ধ্যানশীল থাকিয়া বলিলেন। "বৎসে দুঃখ ত্যাগ কর শীঘ্র ইন্দ্রগুপ্তের বিপদ দূর হইবে।" তাঁহার প্রশান্ত দৃষ্টিক্ষেপের সহিত মধুরস্বরে উচ্চারিত বাক্যের এরূপ এক হৃদয়গামিনী শক্তি ছিল যাহাতে সেই প্রবোধ বাক্য সুনন্দার হৃদয়ে যেন বসিয়া যাইয়া তাহাকে অনেক আশ্বস্ত করিল।

সেখানে আর একজন দীর্ঘকায় ভিক্ষু বসিয়াছিলেন তিনি উৎসুক হইয়া এই সব শুনিতেছিলেন। সমুদ্র ভিক্ষু তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন "বৎসে এই ভিক্ষুর দ্বারাও তোমার উপকার হইতে পারে।" সেই ভিক্ষু প্রথমে চকিত হইলেন; পরে প্রফুল্ল হইয়া বলিলেন "ভগবান্ যাহা আদেশ করিয়াছেন তাহা যথার্থ" এই বলিয়া তিনি সুনন্দাকে বাহিরে আসিতে বলিলেন। বাহিরে তাহাকে বলিলেন "বৎসে তুমি নিশ্চিন্ত হও।

আমি পাটলিপুত্রে পৌছিলেই ইন্দ্রগুপ্ত কারাগার ও কলঙ্কমুক্ত হইবেন।”

সেই দীর্ঘকায় ভিক্ষু আর কেহই নহেন স্বয়ং চণ্ডসেন। চণ্ডসেন মুক্ত হইয়া সমস্ত রাত্রি চলিয়া উষাকালে প্রবর গিরিপরীবারের নিকট উপস্থিত হইলেন। পথিমধ্যে ঐকস্থানে কয়েক জন ভিক্ষু নিদ্রিত ছিলেন। তাঁহাদের উত্তরাসঙ্গ ও উদকশাটি নিকটে ছিল। চণ্ডসেন তাহা লইয়া পরিধানপূর্ব্বক স্বীয় পরিচ্ছদ এক কূপে নিক্ষেপ করিয়া প্রবরগিরিতে যাইলেন; তথায় এক নাপিতকে দেখিয়া মুণ্ডিত হইয়া ভিক্ষুবেশ ধরিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল কিছুদিন সেই পর্ব্বতে লুকায়িত থাকিয়া পরে সুবিধাক্রমে কলিঙ্গে যাইবেন। সেই পর্ব্বতের নানা স্থানে অনেক বিবিক্তসেবী ভিক্ষু বাস করিতেন, সুতরাং চণ্ডসেনকে কেহ লক্ষ্য করিল না। ইন্দ্রগুপ্তের নিকট চণ্ডসেন, ভিক্ষু সমুদ্রের কথা শুনিয়াছিলেন। একদিন সাক্ষাতের জন্য তাঁহার গুহায় যাইলেন। সেখানে যাইয়া স্থির ও মৌনভাবে এক পার্শ্বে বসিয়াছিলেন; সেই সময় সুনন্দা তথায় আসিয়াছিলেন। তৎপরে যাহা ঘটিল তাহা পাঠক জানেন।

সুনন্দা প্রবরগিরির অধিত্যকা হইতে পূর্ব্বদিক দিয়া অবতরণ করিলেন। তথায় এক ক্ষীণা নির্ঝরিণী ছিল। তাহার জল প্রবাহিত হইয়া এক অনতিবৃহৎ কুণ্ডে পড়িত (বর্ত্তমানের পাতাল গঙ্গা)। সুনন্দার শিবিকা তথায় ছিল। জীবক পাক করিতে ছিল, কারণ তখন এখনকার মত স্পর্শদোষ ছিল না। সুনন্দা সেই নির্ঝরের ধারে বসিয়াছিলেন। সেই সময় তথায় এক শ্রমণা আসিয়া উপস্থিতা হইলেন। তিনি উদকশাটি পরিয়া স্নান করিতে নামিলেন। সুনন্দা দেখিলেন যে অর্হৎ সমুদ্রের ন্যায়

ইহারও মুখশ্রী, আভ্যন্তরীণ শান্তি, ইন্দ্রিয়জয়, নিষ্কামতা, অদ্রোহিতা প্রভৃতির দর্পণ স্বরূপ। বিশেষতঃ তাঁহাকে দেখিয়া সন্তপ্তা সুনন্দার পরম আশ্বাসস্থল বলিয়া স্বতঃই বোধ হইল। শ্রমণা স্নান সমাপনে উত্তরাসঙ্গ পরিধান করিলে, সুনন্দা তাঁহার চরণে প্রণতা হইয়া তাঁহাকে ভোজনের জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। তিনি মৌনের দ্বারা স্বীকৃতা হইলেন।

সেই নির্ঝর যে পথে আসিয়াছিল তাহা বৃহৎ বৃহৎ উপলপূর্ণ অনতিদীর্ঘ এক গিরিসঙ্কট। সেই উপল সকলের দ্বারা অনেক স্বাভাবিক কন্দর হইয়াছিল। ভোজনান্তে শ্রমণা তাদৃশ এক গুহায়, জলপ্রবাহে মসৃণিত শিলাতলে উপবেশন করিয়া রহিলেন। সুনন্দাও তাঁহার কাছে আসিয়া উপবিষ্টা হইলেন। পরে সুনন্দা বলিলেন "ভগবতি! যদি অনুমতি করেন তবে আত্মকাহিনী নিবেদন করি"। শ্রমণা মৌনের দ্বারা সম্মতি দিলে, সুনন্দা নিজের সুখ দুঃখ, আশা নিরাশা, সমস্ত কথাই বলিলেন; কারণ শ্রমণাকে যেন তাঁহার কত কালের প্রিয় সুহৃদ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

তাহা শুনিয়া শ্রমণা কারুণ্যে দ্রবীভূত হইয়া সুনন্দার মণিবন্ধের উপর হস্ত স্থাপন করিলেন। তাহাতে সুনন্দার শরীর রোমাঞ্চিত এবং সাত্ত্বিক পুলকে পুলকিত হইল। পরে সুনন্দার প্রবোধের জন্য বলিলেন, "বৎসে! শাশ্বতী শান্তির মার্গ অতি কঠিন। সামর্থ্য বুঝিয়া তাহার সংসাধনে লোকের প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। আমি চম্পার (ভাগলপুর প্রদেশ) রাজবংশে জন্মাই, কিন্তু বাল্যকালে পিতার সম্পদ্ নষ্ট হওয়াতে এক তপোবনে আশ্রয় লই। চম্পার নিকটস্থ গগ্‌গরা নামে যে কমলসরোবর আছে তাহা তত্তীরে

অবস্থিত, সেথানে অনেক জটী স্বর্গ-সম্পদ্ কামনায় উৎকট তপস্যা করিতেন। তথায় সমাগত এক যতীর নিকটে যথন স্বর্গপদাপেক্ষা শ্রেয়সী শান্তির বার্ত্তা শুনিলাম, তথন আমার চিত্ত সেই দিকেই আকৃষ্ট হইল; তাঁহার নিকট আমি অনেক মোক্ষবিষয়িণী শ্রুতি অধ্যয়ন করি। পরে শ্রুত্যর্থকে সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য তিনি কাপিল-বিদ্যা শিক্ষা দেন। তাহাতে কর্ত্তব্যপথ সম্যক্ অবধারণ করিয়া আমি এক গিরিগুহায় অবস্থান করত আত্মসংযমনে রত হই। বৎসে! রাগ দ্বেষাদি দুঃখমূল সহসা নষ্ট হয় না। আমি অহোরাত্র চেষ্টা করিতে করিতে তবে কৃতকার্য্য হইয়াছি। অনেকে মনে করেন, বনে যাইয়া আত্ম-সংযমন অতি সহজ, কারণ তথায় লোভের বিষয় নাই। কিন্তু তাঁহারা অজ্ঞ। বাহ্য বিষয়ের সহিত যুদ্ধ অপেক্ষা আন্তর বিষয়ের সহিত যুদ্ধ সহস্র গুণে ভয়ঙ্কর। তাহাতে জয়ী না হইলে সম্যক্ শুদ্ধির আশা নাই। বাহ্যেন্দ্রিয় দমন অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু চিত্ত হইতে প্রবৃত্তির সংস্কার নাশ করা অতীব কষ্টকর"—

সুনন্দা বলিলেন, "ভগবতি! ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না"—শ্রমণা। মনে কর ইন্দ্রগুপ্তকে দর্শন-স্পর্শনাদি না করিয়া তুমি থাকিতে পারিতেছ, কিন্তু তদ্বিষয়িণী চিন্তা কি তুমি রোধ করিতে পার? সুনন্দা। না তাহা পারি না; বোধ হয় এক দণ্ডের জন্যও পারি না।

শ্রমণা। নির্জ্জন দেশে গেলেও সে চিন্তা তোমাকে ছাড়িবে না। বরং অপর বাহ্য ব্যাপারের অভাবে তাহা জাজ্বল্যমানরূপে তোমার মনে উঠিতে থাকিবে। তখন মনের কত যে সুপ্ত বা লুক্কায়িত কুপ্রবৃত্তি উঠিবে তাহার ইয়ত্তা নাই। অতি সাবধান

পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রযত্নে তাহাদিগকে মন হইতে দূর করিতে হইবে। সর্ব্বান্তঃকরণে দীর্ঘকাল এরূপ অভ্যাস করিলে তবে তাহারা আর চিত্তে উঠিবে না। তখন চিত্ত প্রশান্ত, নির্ম্মল এবং মহৎ সাত্ত্বিক সুখে আপ্লাবিত থাকিবে। শুদ্ধ কুপ্রবৃত্তি নিবারণ করিতে হয় না, সুপ্রবৃত্তিকেও আনিতে হয়। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা নিরন্তর ভাবনা করিলে তাহারাও দুষ্টভাবের প্রতিপক্ষ হইয়া সদ্ভাবে চিত্তকে বিশুদ্ধ করে। তাহাতে আত্ম-ভূত, অবিকারী পরমপদার্থে অভিনিবেশ হইয়া শাশ্বতী শান্তি লাভ হয়।

সুনন্দা বলিলেন "ভগবতি! বুঝিতেছি এই মার্গই আমার জীবনের একমাত্র শান্তির উপায়; অতএব মৈত্রী করুণাদি কিরূপে ভাবনা করিব তাহা আমাকে বুঝাইয়া বলুন।"

শ্রমণা। আমার অনুভূতির উদাহরণ দিলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। যদিও আমি কুমারশ্রমণা এবং বাল্যকাল হইতেই ব্রহ্মবাদিনী হইব মনে করিয়াছিলাম, তথাপি যখন নির্জ্জন গুহায় আত্মসংযমনে উদ্যত হইলাম তখন প্রত্যহ শত শতবার সম্পদাশা, প্রতিহিংসা প্রভৃতি দুষ্টভাব উঠিত। যাহারা আমাদের বংশের সম্পদ নষ্ট করিয়াছিল তাহাদের অপকারের চিন্তা আসিত এবং তাহাদের সম্পদে ঈর্ষা আসিত। আমি বিচার করিলাম কার্য্য-কারণের বা কর্ম্মের অলঙ্ঘ্য নিয়মেই আমাদের বংশের সম্পদ্ নষ্ট হইয়াছে এবং শত্রুর সম্পদ্ বৃদ্ধি হইয়াছে; তদনুসারে কুল-শত্রুদের সেই মহদপকার মনে উঠিলেই উপেক্ষা করিতাম এবং নিজ মিত্রের সম্পদে যেরূপ সন্তোষ ভাব আসে, তাহাদের প্রতিও সেই ভাব প্রয়োগ পূর্ব্বক তাহাই হৃদয়ে বাঁধিয়া রাখিবার

জন্য অহরহ যত্ন করিতে লাগিলাম। তাহাতে কিছুদিনে তাদৃশ উপেক্ষা ও মৈত্রীভাব আমার হৃদয়ের স্বভাব হইয়া দাঁড়াইল। উপেক্ষা-মৈত্রীজ্ঞান সদাই হৃদয়ে উদিত থাকিয়া সেই চিরার্জ্জিত দুষ্ট সংস্কারকে ভস্মীভূত করিল। এইরূপে শত্রু বা মিত্র সমস্ত সুখী প্রাণীর সুখে ঈর্ষান্বিত না হইয়া মৈত্রী ভাবনা করত এবং তাহাদের পাপকে উপেক্ষা করত চিত্তের সম্প্রসাদ সাধন করিতে হয়।

এক নিষাদ অকারণে ক্রূরতাবশতঃ আমার বিঘ্ন করিত। আমি তাহার অপকার ও দুষ্টচরিত্র উপেক্ষা করিতাম। এক দিন সে আমার প্রতি শর নিক্ষেপ করিতে যাইলে শরটা ধনুত্যাগের পূর্ব্বেই ভগ্ন হইয়া তাহার বাহুতে বিদ্ধ হইল। প্রথমতঃ আমার হৃদয় তাহার দুঃখে কিছুই ব্যথিত হইল না, পরন্তু "ইহা পাপের শাস্তি" এরূপ মনে হইতে লাগিল। পরে নিজের দোষ বুঝিতে পারিয়া কারুণ্য ভাবনাপূর্ব্বক আত্মশরীরে বেদনা হইলে যেরূপ কষ্ট অনুভব করিতাম সেইরূপ সেই ব্যাধের জন্যও অনুভব করিতে লাগিলাম। এইরূপে শত্রু বা মিত্র, প্রত্যেক দুঃখী জীবের প্রতি নিজের উপমায় কারুণ্য ভাবনা করিতে হয়।

আমার আবাসের কিছুদূরে কতকগুলি তপস্বী জটী থাকিতেন। তাঁহারা কেহ শীর্ণপর্ণাহার কেহ সূর্য্যদৃষ্টি কেহ বা অন্যরূপ তপস্যা করিতেন। তাঁহারা তপোলভ্য স্বর্গপদকেই পরম শ্রেয়ঃ মনে করিতেন; মোক্ষমার্গের কথা জানিতেন না। তাঁহারা আমাকে অজ্ঞ মনে করিয়া কখন কখন আসিয়া উপদেশ দিতেন। প্রথমতঃ তাঁহাদের রাজসম্মান, প্রতিপত্তি, অজ্ঞ হইলেও আমার প্রতি অবজ্ঞাভাব, প্রভৃতি দেখিয়া আমার হৃদয়

ভিক্ষুকী কেমন সুন্দর। তাহার সোণার মত কান্তি, দেখিলে কত ভক্তি হয়; আর তাহার বেশ কেমন পরিপাটি। সে পবত্ত মাংস* ব্যতীত অন্য মাংস খায় না, সে কেমন হাসিয়া হাসিয়া কথা বলে। আমি আমার সালবতীর মঙ্গলকামনায় একদিন তাহাকে ভাল করিয়া খাওয়াইব।"

সুনন্দা কিছু বলিলেন না। তিনি ধর্ম্মমিত্রাকে জানিতেন। তাঁহার বাহ্যের চাকচিক্যে অনেক অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোক মোহিত ছিল। সুনন্দা ভাবিলেন, শ্রমণা ভদ্রা তাঁহার সঙ্গিনীর ক্ষুদ্র বোধ শক্তির বহু বহু উপরে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

এ দিকে চণ্ডসেন কুসুমপুরে উপনীত হইয়া পূর্ব্বপরিচিত বস্‌সকার নামক রাজমন্ত্রীর নিকট যাইয়া সমস্ত বলাতে তাঁহার দ্বারা সম্রাটের সমীপে নীত হইলেন। তথায় আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক যথাবৎ সমস্তই বলিলেন। প্রিয়দর্শী অনুতপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ

* যে মাংস পূর্ব্ব হইতে আছে ভোক্তার উদ্দেশে পশু হিংসা করিয়া লব্ধ হয় নাই তাহাই 'পবত্ত মাংস।' তাদৃশ মাংসে হত্যা জন্য পাপ হয় না বলিয়া ভিক্ষুদের নিষিদ্ধ ছিল না। Rhys Davids সাহেবের কাল্পনিক অনুবাদ দেখিয়া অনেকে মনে করেন বুদ্ধদেব শুষ্ক শূকর মাংস খাইয়া শেষে পীড়িত হন; যদিচ ভিক্ষা লব্ধ মাংসে দোষ হইত না, কিন্তু তিনি যাহা খাইয়াছিলেন, সেই শব্দের অর্থের স্থিরতা নাই। 'পালিব্যাখ্যাকারগণ' তাহা কোন শূকর মর্দ্দিত দ্রব্য বলেন, মাংসই বলেন না। উদ্দিসকৃত মাংস ভিক্ষুদের নিষিদ্ধ ছিল।

ইন্দ্রগুপ্তকে মুক্ত করিলেন। যবন মিত্রদত্তকে ধরিতে লোক গেল, কিন্তু সে পূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছিল। কারণ সে বুঝিয়া ছিল যে তাহার জাল অধিক দিন টিকিবে না। সম্রাট্ প্রীত হইয়া চণ্ডসেনকে রাজধানীতে পূর্ব্ববৎ উচ্চকর্ম্মে নিয়োগ করিলেন। ইন্দ্রগুপ্তের উপর অতি প্রীত হইয়া ও স্বকৃত আচরণের সংশোধনের জন্য, তাঁহাকে পাঠেয্যদেশের (কোশলের পশ্চিমবর্ত্তী দেশ) শাসন দিতে চাহিলেন। কিন্তু ইন্দ্রগুপ্ত রাজকার্য্য হইতে অবসর চাহিলেন। সম্রাট্ বুঝিয়াছিলেন, যে ইন্দ্রগুপ্তের ন্যায় নির্ভীক, সত্যনিষ্ঠ, ব্যসনশূন্য, সহৃদয়, রাজপুরুষগণ সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ; তজ্জন্য তিনি কিছু বিরক্ত হইয়া ইন্দ্রগুপ্তের অবসরের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। চণ্ডসেন তাহা বুঝাইয়া বলিলেন। সম্রাট্ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তাহাই হউক; যুদ্ধ জয় অপেক্ষা আত্ম জয় করিতে পারিলে ইন্দ্রগুপ্তের দ্বারা সাম্রাজ্য অধিকতর উপকৃত হইবে। প্রজাগণের ধর্ম্মব্যতীত কখনও রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হয় না, আর ধর্ম্মও উদাহরণসাপেক্ষ, কেবলমাত্র উপদেশ-সাপেক্ষ নহে। তথাগত যে স্বকীয় উদাহরণ দেখাইয়া ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহাই মগধ সাম্রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির মূল বলিয়া আমি মনে করি।" পরে সস্নেহে বলিলেন, "যাও বৎস সফল-কাম হও।"

রাজদত্ত পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া চণ্ডসেন ইন্দ্রগুপ্তের সহিত তাঁহার নালগ্রামস্থ আবাসে যাইলেন, তথায় ইন্দ্রগুপ্ত সুনন্দার প্রবরগিরিতে আগমনবার্ত্তা সমস্ত শুনিলেন।

ইন্দ্রগুপ্ত চণ্ডসেনকে বলিলেন "আমি মাতার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়ার জন্য কল্যই গৃহে যাইব, তথায় সুনন্দাকে সমস্ত মনোভাব

বুঝাইয়া বলিব। তাঁহার সম্মতি পাইলে প্রব্রজিত হইব, নচেৎ কি করিব তাহা বলিতে পারি না। সুনন্দার ভ্রাতা সুষেণ অতি উত্তম বালক। সে শীঘ্র রাজধানীতে আসিবে, তাহার উন্নতির ভার আপনার হস্তেই রহিল। আমি প্রব্রজিত হইলে তাহাকেই আমার কোটিক দিয়া যাইব।"

কয়েক দিন হইল ইন্দ্রগুপ্ত গৃহে আসিয়াছেন। মাতৃশূন্য গৃহ তাঁহার ভাল লাগিত না, তাই তিনি প্রত্যহ সমস্ত দিন রাজগৃহের পর্ব্বতে যাইয়া নিভৃত স্থানে কাটাইয়া আসিতেন। যদিও লিখিত ধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করা তখনকার প্রথা ছিল না এবং গ্রন্থ সুপ্রাপ্য ছিল না তথাপি বিশেষ চেষ্টা করিয়া তিনি কতকগুলি সুত্তগ্রন্থ ও সাংখ্যযোগ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কোন দিন ইন্দ্রশিলায় (বর্ত্তমান গির্য্যেক), কোন দিন গৃধ্রকুটে, কোন দিন হংসসঙ্ঘারামে যাইয়া নির্জ্জনে সেই পুস্তক পাঠ করিতেন ও চিন্তা করিতেন।

সুনন্দার সহিত সাক্ষাৎ করিতে এ পর্য্যন্ত তাঁহার সাহস হয় নাই; কারণ সুনন্দাও যে তাঁহার পথকে আশ্রয় করিবার চেষ্টা করিতেছে তাহা ইন্দ্রগুপ্ত মোটেই বুঝেন নাই।

এ দিকে সুনন্দা তাঁহার গতিবিধির তত্ত্ব লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য একদিন ইন্দ্রশিলা পর্ব্বতের নিম্নে আসিয়া উপস্থিতা হইলেন। তাহার অনতিদূরে মহারাজ অজাতশত্রু বুদ্ধদেবের অস্থির উপর এক বৃহৎ স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন সুনন্দা তথায় কিছু উপহার দিলেন। পরে তথায় জীবকের ভ্রাতা গোপককে দেখিয়া তাহার নিকট ইন্দ্রগুপ্তের সমস্ত তত্ত্ব লইলেন। গোপক বলিল যে ইন্দ্রগুপ্ত ইন্দ্রশিলার উপরে গিয়াছেন; তথাকার বিহারের

নিকট যে কন্দর আছে সম্ভবত তিনি তথায় আছেন। সুনন্দা গোপককে লইয়া তথায় উপনীত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ইন্দ্রগুপ্তের পার্শ্বে এক গ্রন্থ রহিয়াছে, আর তিনি কন্দর ভিত্তিতে ঠেস দিয়া স্থিরভাবে বসিয়া রহিয়াছেন। সুনন্দাকে দেখিয়া তিনি সম্ভ্রান্ত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন, বলিলেন "কে সুনন্দা! তুমি এখানে কিরূপে আসিলে?" সুনন্দা ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া উপবেশন করত অভিবাদনপূর্ব্বক ইন্দ্রগুপ্তকে সাগ্রহে নিরীক্ষণ করিতে করিতে বলিলেন "তোমার দর্শনের জন্য আসিয়াছি"। ইন্দ্রগুপ্তও উপবেশন করিলেন, তিনি বুঝিলেন যে তাঁহার জীবনের মার্গনির্ণয়ের সময় আসিয়াছে। তিনি বলিলেন "আমিও তোমার সহিত ২।১ দিনেই সাক্ষাৎ করিতাম।"

সুনন্দা। হাঁ, কাম্বোজে যাইবার সময় তুমি কতই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া আমার সহিত কয়দিন সাক্ষাৎ করিয়াছিলে?

সুনন্দার অনুযোগে ইন্দ্রগুপ্ত অতি বিষণ্ণ হইলেন। সুনন্দা তাহা লক্ষ্য করিয়া মধুরভাবে বলিলেন "তা তোমার দোষ কি, অনেক গুরু চিন্তায় ব্যাপৃত থাকাতে বোধ হয় সাক্ষাৎ করিতে পার নাই।"

ইন্দ্রগুপ্ত। না তাহা নহে, আমি যখন তোমাকে রাখিয়া কাম্বোজে যাই তখন আমার মনোভাব যাহা ছিল ফিরিয়া আসিলে তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল।

পরে তিনি সমস্ত বিশেষ করিয়া সুনন্দাকে বলিলেন। শেষে বলিলেন "দেখ সুনন্দা, পাছে তোমার হৃদয়ে গুরু আঘাত লাগে

তাই আমি এতদিন বলিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলাম। এ বিষয় আলোড়ন করিয়া আমি এত দিন অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিলাম”—

সুনন্দা ব্যথিতা হইয়া বলিলেন “তা তুমি এ বিষয় এতদিন আমাকে বল নাই কেন। তুমি কি মনে কর আমি তোমার প্রিয় কার্য্যে বাধা দিব?” পরে তিনি যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহা সমস্ত বলিলেন। ইন্দ্রগুপ্ত সবিস্ময়ে শুনিতে লাগিলেন, কারণ তাঁহার ধারণা ছিল, সুনন্দা পূর্ব্ববৎই আছে। শেষে সুনন্দা বলিলেন “আমি মনে মনে অনেক ভাবিয়া দেখিলাম যে শ্রমণা ভদ্রার বাক্যই যথার্থ। তুমি চিরবিদায় লইয়া প্রব্রজিত হইলে আমি শীঘ্রই ভগ্নোত্তম হইয়া পড়িব। অতএব যতদিন না আমি কিছু হৃদয়ে বল লাভ করি ততদিন তুমি অদূরে থাকিয়া সাধন কর।”

ইন্দ্রগুপ্ত বলিলেন “তাহাই হইবে। সুনন্দা তুমি যে আজ আমাকে কত দূর সুখী করিলে বলিতে পারি না। চল আমরা প্রবর গিরিতে যাইয়া উপসম্পদা (দীক্ষা) গ্রহণ করি। তথায় যথাযোগ্য স্থানে উভয়ে থাকিব। অত্যাবশ্যক হইলে কখন কখন আসিয়া তোমাকে সাক্ষাৎ করিব। কিন্তু আমাদের উভয়েরই লক্ষ্য যে শান্তি, তাহা স্থিরনিশ্চয় করিয়া রাখিতে হইবে। আমি সুষেণকে সমস্তের অধিকারী করিয়া যাইব মনে করিয়াছি। চণ্ডসেট্টীর সুজাতা নাম্নী এক কন্যা আছে। তাহার প্রতি আমি অতি স্নেহান্বিত হইয়াছি। সে ও সুষেণ আমাদের স্থানাভিষিক্ত হইলে অতি উত্তম হইবে। কিন্তু তোমার মাতা কি সম্মতা হইবেন?

সুনন্দা। মাতা অতি সম্পৎপ্রিয়া। সুষেণের সম্পদে, আমার বিচ্ছেদের জন্য তত শোক করিবেন না বোধ হয়।

এমন সময় গোপক বলিল যে সন্ধ্যা সমাগত প্রায়, অতএব এই সময় পর্ব্বত হইতে অবতরণ করা উচিত। তাহাতে তাঁহারা উঠিয়া বাহিরে আসিলেন। তথায় ইন্দ্রগুপ্ত বলিলেন "ঐ দেখ ঐ অন্নুচ্চশিখরে ভট্টারক এক বৃহৎ স্তূপ নির্ম্মাণ করাইতেছেন; চল এই পর্ব্বতের উপর যে বিহার আছে তাহা তোমাকে দেখাইয়া লইয়া যাই।"

তাঁহারা পর্ব্বতশিখরে আরোহণপূর্ব্বক তথাকার বিহারে সুনন্দা স্বীয় অঙ্গ হইতে এক আভরণ উন্মোচন করিয়া সঙ্ঘকে প্রদান করিলেন। তথা হইতে তাঁহারা এক সোপান দিয়া নামিতে লাগিলেন। সেই সোপানের দুই পার্শ্বে স্তম্ভবিশিষ্ট গৃহ ও তন্মধ্যে অনেক ভিক্ষু ও শিশিক্ষু থাকিত। নীচে আসিলে অন্ধকার হওয়াতে ইন্দ্রগুপ্ত সুনন্দার শিবিকাসহ বাসভগ্রামে গমনকরতঃ তাঁহাকে বাটীতে রাখিয়া প্রফুল্লমনে স্বীয় আবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

ইন্দ্রগুপ্ত সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া স্বীয় সঞ্চিতধন প্রায় সমস্ত বিতরণ করিলেন। পরে সুনন্দাসহ প্রবর-গিরিতে উপস্থিত হইলেন। তথায় ভিক্ষুবর সমুদ্রের নিকট যাইয়া সমস্ত বলিলেন। তিনি চিন্তা করিয়া বলিলেন "এখান হইতে কিছুদূরে খণ্ডগিরিতে ভদ্রানাম্নী এক শ্রমণা আছেন। বৎসে! তুমি তাঁহার নিকট যাইয়া অবস্থান কর। তিনি অতি শুদ্ধসত্ত্বা ও অন্তর্দৃষ্টিশালিনী এবং প্রাচীন কাপিলবিদ্যার পারদর্শিনী।" পরে ইন্দ্রগুপ্তকে সম্বোধন

করিয়া বলিলেন "বৎস! লৌকিকগণ নানাবিধ অভিমানের ন্যায় ধর্ম্মাভিমানবশতঃ পরস্পর বিবাদ করে। কিন্তু যাঁহারা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন তাঁহারা সম্প্রদায় দেখেন না, ব্যক্তিগত ধর্ম্ম দেখেন। ধর্ম্মচক্র অতি প্রাচীনকাল হইতে আছে। তথাগত তাহা নির্ম্মাণ করেন নাই, প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন মাত্র। শাক্যমুনি স্বয়ং ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণকে উপদেশকালে ধর্ম্মকুশলীগণের উদাহরণে প্রাচীন ব্রাহ্মণগণের উদাহরণ দিয়াছিলেন (তেবিজ্জসুত্ত)। কপিলর্ষি প্রাচীন ঋষিসমাজে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। ইদানীং পুনশ্চ শাক্যমুনি তাহা সম্যক্ প্রবর্ত্তিত করিয়াগিয়াছেন। ধর্ম্মচক্র বর্ত্তমান থাকিলেও তাহা প্রবর্ত্তিত করিতে হইলে কোন সম্যক্ বিশুদ্ধচিত্ত মহাপুরুষের মহীয়সী প্রজ্ঞা ও মহৎ-চরিত্রবলের প্রয়োজন। বৎস! ধর্ম্মের উপদেশ সুলভ কিন্তু ধর্ম্মকে সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করা অতীব দুরূহ ও মহাপ্রযত্নসাধ্য। তাহাতে সাফল্য লাভের জন্যই তথাগতের অসাধারণতা। তুমি যখন সংসারের 'জেগুচ্ছিতা' (হেয়তা) হৃদয়ঙ্গম করিয়াছ তখন সাবধানে ও সর্ব্ব প্রযত্নে আত্মশুদ্ধি করিতে প্রবৃত্ত হও। নির্ব্বাণে যে উচ্ছেদ হয় তাহা সর্ব্ব পাপের উচ্ছেদ—নির্বাণ* (মহাবগ্‌গো ৩।১৭)। যখন রাগদ্বেষ হিংসাদি দুঃখমূল হৃদয়ের উপাদান হইতে একেবারে উঠিয়া যাইবে তখনই সাধনের শেষ হইবে। তাহাতে শুদ্ধ যে নিজের শান্তি হয় তাহা নহে, তদ্দ্বারা জগতেরও অশেষ কল্যাণ হয়। অজ্ঞ মানবগণ তদ্দ্বারা ধর্ম্মফলের মহামহিমা কিছু কিছু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়া ঘোর সংসারারণ্যে আশ্বস্ত হয়। দেখ সম্যক্ সম্বুদ্ধ পুরুষের প্রজ্ঞা

* শূন্যবাদ এই কালের পরে প্রধানত অশ্বঘোষের সময়ে প্রচলিত হইয়াছিল।

উদাহরণের এমনি নিশ্চয়কারিকা শক্তি, যে তথাগত পরি-নির্ব্বাণের পূর্ব্বে সমাগত সমস্ত ভিক্ষুদের বলিলেন "তোমাদের কাহারও কিছু সংশয় থাকে ত জিজ্ঞাসা কর" কিন্তু সেই প্রত্যক্ষ ধর্ম্মসিদ্ধকে দেখিয়া কাহারও কিছু সংশয় হইল না। কিন্তু তথা-গতের নির্ব্বাণের কিছুপরই তাহারা নানা সংশয়গ্রস্ত হইয়াছিল। (মহাপরিনির্ব্বাণ সুত্তান্ত)।

তৎপরে তিনি ধর্ম্মপদ হইতে অপ্রমাদ, ভিক্ষুর কর্ত্তব্য প্রভৃতি বিষয়ক গাথা উদ্ধৃত করিয়া তাহা ব্যাখ্যানপূর্ব্বক শুনাইলেন এবং শ্রদ্ধাবীর্য্যশীল সমাধি ধর্ম্মপ্রবিনিশ্চয়, (ধর্ম্মপদ ১০।১৬), চারি আর্য্যসত্য ও আর্য্য-অষ্টাঙ্গিকমার্গ বিষয়েও উপদেশ দিলেন। ইহার পর তিনি ইন্দ্রগুপ্তকে ধ্যানের কৌশলের উপদেশ দিয়া বলিলেন "বৎস! উত্তর দ্বার হইতে যে লৌহশিলাময় পর্ব্বত দেখা যায়, তাহার শৃঙ্গের অভ্যন্তরে এক নিভৃত কন্দর আছে তুমি তথায় থাকিয়া আত্মসংযমনে রত হও।"

উপসংহার।

ইন্দ্রগুপ্ত ও সুনন্দা প্রবর গিরিতে* থাকিয়া শান্তি সাধনে জীবন উৎসর্গ করিলেন। সুষেণ পাটলিপুত্রে চণ্ডসেনের সহায়ে এবং ইন্দ্রগুপ্তের পূর্ব্ব চরিত্রকে আদর্শ করিয়া অচিরেই যশোলাভ করিল। সুজাতা তাহার সহিত পরিণীতা হইল। ইন্দ্রগুপ্ত তাহাদের উভয়ের পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রদ্ধাস্থল ছিল। কোন বিষয়ের মহত্ত্বের যদি নিশ্চয় জ্ঞান থাকে কিন্তু তাহা যদি সম্যক্ বুঝিবার শক্তি না থাকে, সেইরূপ বিষয়ে যে প্রকার ভাব হয়, ইন্দ্রগুপ্তের প্রতি সুষেণ ও সুজাতার তাদৃশ মহান্ ভক্তি-ভাব ছিল।

এ দেশের যখন অভ্যুদয় ছিল, তখন প্রায়শঃ লোকেরা জীবনের সমস্ত মার্গেই সাহস, ধৈর্য্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও সততার সহিত গমন করিত। অধুনা লোকেরা প্রায়শঃ ভীরুতা, কুক্ষিম্ভরিতা ও আত্মবলশূন্যতা হেতু সংসার মার্গে পরচালিত দাসরূপে চলে, আর ধর্ম্মমার্গে কিছু দূরে যাইয়াই নিঃসারত্ব হেতু, হয় বিলাসিতা ও ভণ্ডামি আশ্রয় করিয়া, না হয় হৃদয় শুদ্ধিশূন্য বাহ্যকঠোরতা করিয়া, নিজের বা জগতের অভ্যুদয়ের বিন্দুমাত্রও হেতু হয় না। যদিও সদ্গুণসমূহের উচ্চতম ব্যক্তিগত উদাহরণ ভারতে ইতস্ততঃ যেরূপ পাওয়া যায় সেরূপ আর কোথাও যায় না, কিন্তু ৩০ কোটী প্রজার গড় ধরিলে অভ্যুদয় হেতু সদ্গুণের অনুপাত বিলীনপ্রায় হয়। তাই দেশের দুর্দ্দশা।

---

* এই প্রবর বা বারাবর পর্ব্বত গয়া হইতে উত্তরপূর্ব্ব দিকে ৭৭ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। তথা হইতে রাজগৃহ ১০।১৫ ক্রোশ দূরে অবস্থিত।